قل جاء الحق و زهق الباطل

একামাতুছ-ছুন্নাত

বা

বেদয়াত খণ্ডন।

জেলা যশোহর, পোঃ চূড়ামনকাঠি, এনায়েতপুর নিবাসী

খাদেমল এসলাম

আহমদ আলী কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩১ সাল।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

اقامة السنة

একামাতুচ্ছুন্নাত

বা

বেদয়াত খণ্ডন।

জেলা যশোহর, পোঃ চুড়ামনকাঠি, এনায়েতপুর নিবাসী

খাদেমল্ল এসলাম

আহমদ আলী কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা—৫ নং কলিন লেন, বঙ্গনূর প্রেসে

শেখ হবিবর রহমান কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩৩১ সাল।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

জেলা হুগলী আরামবাগের অধীন বাগাহরাদিত্য নিবাসী পরম
স্নেহাস্পদ সোদর প্রতিম মুন্‌শী আবদুর রহিম মিয়ার
সাহায্যে এই পুস্তক খানি ছাপাইতে সক্ষম
হইয়াছি; তজ্জন্য খোদাতায়ালার সমীপে
তাহার সর্ব্ববিধ মঙ্গলের জন্য প্রাণের
অন্তঃস্থল হইতে দোওয়া
করিতেছি।

শুভানুধ্যায়ী—

আহমদ আলী, এনায়েতপুরী।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৩	الفاس	القياس
৪	১৬	نشلري	يشتري
৬	৫	استغزن	استعزز
৮	২২	مصيبة	مصيبة
,,	,,	و نعمة	نعمة
,,	২৪	যাত্থ	বাত্থ
১২	৯	سما	لما
১৩	১১	কর্তৃক পঠিত	কর্তৃক যে কবিতা পঠিত
১৫	৬	তবলিছ	তফছির
১৬	১২	الزين	الذين
১৭	১১	চেতনা	ফেৎনা
,,	২৩	অপেক্ষা বেশী	অপেক্ষা খোদাকে বেশী
২০	১৮	স্থরা	স্থরে
২১	২	তুনি	তুমি
,,	১৭	وعوات	دعوات
,,	১৮	االذز	الاذكار
২৩	১	স্থাতে	স্থানে
২৪	১৪	الصغيق مسطها	مستعلها - الصغيق
,,	১৭	بشية	يشية

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১	১৯	النخر	الج
৩৪	১১	مردت	[illegible]
,,	২৩	بعبد	بعبر
৩৯	১৫	الردكشى	الزركشي
৪২	১৯	চইদ	দাউদ
৪৪	১৪	يعذر	يعبر
৪৬	২০	জনিতেন	জানিতেন
৪৭	৬	হারিয়া	হালিয়া
৫০	১০	احسنتم	احسنتم
৫৩	৭	জলে	জাল
,,	১৪	কথার	কথায়
,,	১৯	ماللغو	بلغوا علي و لو اية
৫৬	১	বাঘ্য	বাহ্য
৫৯	৫	বদবাব	বদকার
৬৫	৩	ছফ্তি	চকৃতি
৬৯	১৮	শরিয়তে	শরিয়তের
,,	২০	করিলে	করেন
৭০	১	করায়	করে
৭১	১	সৎকাজ করিতে	সৎকাজ করিতে হুকুম
,,	২৫	হিত কার্য্য	হিতকর কার্য্য

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم *
بسم الله الرحمن الرحيم *
الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على سيد المرسلين
و على آله و صحبه اجمعين *

اقامة السنة

একামাতুছ্‌-ছুন্নাত
বা
বেদয়াত খণ্ডন।

বর্ত্তমান সময়ে একদল লোক গান বাজনা জায়েজ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহারা কতকগুলি বাতীল রেওয়ায়েত ও মনোক্তি কথা এবং ঘরগড়া কেতাবকে শরিয়তের দলীল সাব্যস্ত করিয়া কয়েকখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করতঃ দীন এসলামের মহা ক্ষতি সাধন করিতেছেন। কয়েক দিন হইল জনৈক বন্ধু কর্ত্তৃক "গোলজারে সাবা" নামক এইরূপ ধরণের একখানা কেতাব আমার হস্তগত হয়, তাহার আগাগোড়া বাতীল দাবী ও ভুল অর্থ এবং মনগড়া কথায় পূর্ণ; এমন কি গান বাদ্যকে হারাম ধারণাকারী কাফের, পীর বোজর্গকে ছেজদা করা জায়েজ ইত্যাদি কত কি ভ্রান্ত কথায় সজ্জিত আছে।

খোদাতায়ালার ফজলে, নবি করিম (সঃ)এর তোফায়েল ও জনাব পীর সাহেব কেবলা দাদা ফায়জুল্হ সাহেবের অছিলা এবং মাননীয়

ওস্তাদ জনাব হজরত এমাম ও আল্লামায়ে বাঙ্গালা মাওলানা শাহ হাজি মোহাম্মদ রুহুল আমিন দামা লোতফুহু সাহেবের দোওয়ার বরকতে প্রিয় মোসলমান ভ্রাতাগণের এই নগণ্য খাদেম 'একামাতুছ-ছুন্নাত' নামক এই পুস্তকে দেখাইতে চেষ্টা পাইবে যে, 'গোলজারে সামা'র দলীলাদি ভ্রমপূর্ণ এবং দীন এসলামে গান বাজনা হারাম।

কোরাণ শরিফে খোদাতায়ালা এরশাদ করিয়াছেন যে,—

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف
و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون *

"তোমাদের মধ্যে একদল লোক এমন হওয়া চাই, যাহারা নেক কাজ করিতে হুকুম ও গোনাহ্ করিতে নিষেধ করে, এবং উহারা নাজাত পাইবে।" ছেহাছেত্তার ছহি বোখারি ও মোসলেম শরীফে হাদিছ আছে যথা ;—

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان
لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان *

তোমাদের মধ্যে যদি কাহাকেও মন্দ কাজ করিতে দেখ, তবে হস্তদ্বারা উহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য যদি তাহা না পার, তবে জিহ্বার দ্বারা অর্থাৎ নছিহত করিয়া, ইহাও যদি না পার তবে অন্তরে (উহা মন্দ জানিবে)। ইহা ইমানের নিতান্ত দুর্ব্বল অবস্থা।

কোরাণ শরিফে আছে ;—

فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله و الرسول *

"যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতভেদ হয়, তবে তাহাকে লইয়া খোদা রসুলের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর।"

প্রিয় পাঠকগণ, কোরাণ হাদিস হইতে স্পষ্ট জানা গেল যে, কোন খেলাফ শরা' কাজ দেখিলে তাহাকে কোরাণ হাদিছ অনুযায়ী

সাধ্য মত হাত কিংবা মুখ দ্বারা দূরীভূত করিতে হয়; যদি সাধ্য থাকা সত্বেও ঐরূপ না করা হয়, তবে হজরত তাহাদের জন্য হাদিছে বলিয়াছেন ;—

الساكت عن الحق شيطان اخرس *

অর্থাৎ যে হক কথা (সাধ্যানুযায়ী) প্রকাশ করিতে চুপ থাকে সে বোবা শয়তান।

মেশকাত শরিফের ৩৫ পৃষ্ঠায় ছহি আবু দাউদ ও এবনে মাজা হইতে একটি হাদিছ উদ্ধৃত আছে ;—

عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم العلم ثلثة اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل *

এই হাদিছের ব্যাখ্যায় মেরকাতে আছে ;—

ادلة الشرع اربعة الكتاب و السنة و الاجماع و القياس يسمى اجماع و القياس فريضة عادلة *

অর্থাৎ শরিয়তের দলীল চারিটি যথা ;—কোরাণ, হাদিছ, এজমা, কেয়াছ। এজমা কেয়াছকে فريضة عادلة বলা হইয়াছে ; এইরূপ ভাবে 'আশ্‌য়া-তোল্লাময়াতের' ১ম খণ্ড ১৩৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে।

অতএব দীন এসলামের দলীল, কোরাণ, হাদিছ, এজমা, কেয়াছ আমাদের (মোসলমানের) একান্ত গ্রহণীয় ; ইহার বিপরীত যাহা তাহা কিছুতেই গ্রহণীয় নয়। ছহিহ বোখারী ও মোসলেমে আছে ;—

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد *

অর্থাৎ যে কোন কর্ম্ম কিংবা বিষয় যাহার দলীল কোরাণ হাদিছে নাই, তাহা বাতীল।

অতএব প্রত্যেক বিরোধজনক বিষয় ঐ সমস্ত দলীল হইতে খণ্ডন করা একান্ত কর্ত্তব্য। (ইতিপূর্ব্বে ইহার দলীল শুনিয়াছেন)

উক্ত গোলজারে সামা নামক কেতাবের প্রত্যেক পাতায় পাতায় গান বাদ্য জায়েজ ও হালাল বলিয়া এবং কয়েক স্থানে গান বাজনা হারাম ধারণাকারীকে কাফের, পীর ছেজদা জায়েজ প্রভৃতি নাজায়েজ ও বাতীল দাবী করিয়া কতকগুলি অগ্রাহ্য রেওয়ায়েত ও অপ্রামাণ্য কেতাবের নাম এবং কোরাণ হাদিসের জাল অর্থ লিপিবদ্ধ করা আছে। গোলজারে সামা নামক কেতাবের লেখক চন্দ্রপুরের আবদুল আজিজ হাজারী সাহেব নিজকে বাসোবাটীর শেখ মজিদল এসলাম নামক জনৈক লোকের মুরিদ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

পাঠকগণ এই কেতাবে দীন এসলামের মানিত উপরোক্ত দলীল চতুষ্টয় ও পীরগণের সহিহ্ কওল হইতে জানিতে পারিবেন যে, 'গোলজারে সামা' লেখকের দাবি সম্পূর্ণ বাতীল ও গান-বাজনা, পীর সেজদা করা প্রভৃতি নাজায়েজ ও হারাম।

কোরাণ শরিফের ছুরা লোকমানে আছে ঃ—

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله *

"কতকগুলি লোক খোদাতায়ালার পথ হইতে গোমরাহ করিবার জন্য ক্রীড়াজনক কথা গ্রহণ করে।"

তফসিরে আহমদি ৫৯৯।৬০০ পৃষ্ঠায় আছে ঃ—

انه يدل على حرمة الغناء لهو الحديث هو الغناء والمزامير *

এই আয়তে গান হারাম হইয়াছে। ক্রীড়াজনক কথার অর্থ গান-বাদ্য।

তফসিরে এবনে কসীর ৮ম খণ্ড, ৩য় পৃষ্ঠায় আছে ঃ—

"হজরত এবনে মছউদ (রা) কছম করিয়া বলিয়াছেন যে, "لهو الحديث 'লাহওয়াল হাদিসের' মর্ম্ম গান।"

হজরত এবনে আব্বাস, একরামা, জাবের, সঈদ বেনে জোবায়ের, মকহুল, মোজাহেদ, আমর বেনে সোয়াএব, আলি ও হাসান বসরি বলিয়াছেন যে, ঐ আয়ত গান বাজনা হারাম হওয়ার সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে।

তফসির রুহল মায়ানী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠায় আছে ঃ—

অমুলক গল্প, রহস্যজনক কথা, গান ইত্যাদি উক্ত আয়তে নাজায়েজ হইয়াছে। তফসির এবনে জরীরে আছে ;—সাহাবা (রা) ও আলেমগণের বহু সহিহ্ রেওয়ায়েতে প্রত্যেক রকমের গান হারাম সাব্যস্ত হইয়াছে। তফসির খাজেন ও মায়ালেমের ৫ম, খণ্ড ৯১ পৃষ্ঠায়, যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, গান-বাজনা করে, তাহাকে ৪০ কোড়া মারিবার ব্যবস্থা আছে। তফসিরে রুহল মায়ানিতে আছে ;—হজরত নবি করিম (সাঃ) ও সাহাবা (রা) বা খলিফাগণের সময়ে কোন জেক্‌রের মহফেলে গান-বাজনা হইত এরূপ কোন সহিহ হাদিছে নাই ; যদি গান-বাদ্য দ্বারা খোদাতায়ালার কোরবিয়েত (নৈকট্য) হাছেল হইত, তবে রসুলোল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবাগণ (রাঃ) নিশ্চয়ই উহা করিতেন। উক্ত কেতাবের ৪৭০ পৃষ্ঠায় আছে ;—বাঁশী কিম্বা বাদ্য যন্ত্র সমুহ বাজান হারাম, উহা শুনাও হারাম। তফসীর রুহল মায়ানী তৃতীয় খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠায় আছে।—সেতার, বেহালা, একতারা প্রভৃতি গান ও বাজনার যন্ত্র সমুহ হারাম ; উহাতে এখতেলাফ নাই। কোরাণ শরীফের ছুরা লোকমানের ঐ আয়তে গান হারাম হইয়াছে, ইহার প্রমাণ নিম্নলিখিত তফসির সমুহেও আছে যেমন ;—তফসির দোরে-মনছুর ৫ম খণ্ড ১৬০ পৃষ্ঠায়, তঃ কাশ্শাফ, তফসির মোদারেক ২য়

খণ্ড ১৯১ পৃঃ, খাজেন মায়ালেম ৫ম খণ্ড ১৭৭ পৃষ্ঠায়; আব্বাছি ৪র্থ খঃ ২১১ পৃষ্ঠা; ছেরাজোল মনির ৩য় খঃ ১৮১ পৃষ্ঠা, বাহরে মোহিত ৭ম খঃ ১৮৩ পৃষ্ঠা।

কোরাণ শরীফের সুরা বনি ইস্রাইলে আছে;—

و استفزز من استطعت منهم بصوتك *

"(হে শয়তান) তোমর আওয়াজ দ্বারা তাহাদের মধ্যে যাহাকে পার গোমরাহ কর।" অর্থাৎ হে শয়তান তুমি গান-বাজনা দ্বারা মানুষকে গোমরাহ কর; যেহেতু এই আয়তে খোদাতায়ালা গান বাজনাকে শয়তানের আওয়াজ বলিতেছেন এবং উহা হারাম করিয়াছেন। তফসির আহমদিতে আছে;—

و هو صوت المغنى و المزامير و الدف و غير ذلك *

অর্থাৎ শয়তানের আওয়াজ গান, বাদ্য, দফ প্রভৃতি। তফসির এবনে জরীর ১৫শ খঃ ৭৬ পৃষ্ঠায়; আছে যে;—এই আয়তে গান-বাজনাকে শয়তানের আওয়াজ বলা হইয়াছে। তফসির জালালায়েন ২২৩ পৃঃ; দোরে মনসুর ৪র্থ খঃ ১৯২ পৃঃ; রুহল মায়ানী ৪র্থ খঃ ৫৪৯ পৃঃ; রুহল বায়ান ২য় খঃ ৪৪১ পৃঃ, আজিজির ১।৫০৩ পৃঃ, খাজেন ও মায়ালেম ৪।১৩৬ পৃঃ, মাদারেক ১।৪৮৯ পৃঃ, ফতহোল বায়ান ৫।৩২২ পৃঃ, এবনে কসির ৬।৮৩ পৃঃ, আব্বাসি ৩।১৪৭ পৃঃ, ছেরাজোল মনির ২।৩১৭ পৃঃ প্রভৃতি তফসিরে উক্ত আয়তে গান বাজনা হারাম ও শয়তানের আওয়াজ হওয়ার প্রমাণ আছে।

কোরাণ শরিফের ছুরা ফোরকানে আছে:—

و الذين لا يشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا كراما *

এই আয়তের অর্থ তফসির দোরে মনসুরে ৫।৮০ পৃষ্ঠায় আছে, তাহারা অর্থাৎ নেক লোকেরা গানের সভায় উপস্থিত হয় না।

তফসির বাহরে মুহিত ৬।৫১৬ পৃঃ, এবনে জরীর ১৯।২৯ পৃঃ, কাশ্শাফ ২।৩৩৪, কবির ৬।৩৯৪ পৃঃ, মাদারেক ২য় খঃ, এবনে কছির ৭।১৫৮ পৃঃ, খাজেন ও মায়ালেমে ৫।৯১ পৃষ্ঠা সমূহে আছে যে খোদাতায়ালা নেক লোকদিগকে গানের সভায় উপস্থিত হইতে এই আয়তে নিষেধ করিয়াছেন।

কোরাণ শরীফের উক্ত সুরায় আরও আছে ;—

افحسبتم انما خلقنكم عبثا *

"আমি কি তোমাদিগকে ক্রীড়াকারী করিয়া পয়দা করিয়াছি বলিয়া ধারণা কর ?" এই আয়তেও ক্রীড়া কৌতুক গান বাজনা হারাম হইয়াছে।

এমাম বয়হকি শোয়াবোল ইমান কেতাবে হজরত নবি করিম (সাঃ) এর একটী হাদিস উল্লেখ যথা ;—

الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع *

অর্থাৎ যেরূপ পানি দ্বারা শস্য উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ গান দ্বারা মানুষের অন্তরে নেফাক (কপট ভাব) পয়দা হয়। ছোনানোল হোদা কেতাবে এবং এমাম তেবরাণী ও খতিব বাগদাদি হাদিস উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ;—হজরত (সঃ) গান করিতে কিম্বা শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন।

তফসির রুহল বায়ানে আছে ;—হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গানের স্বরে নিজের কর্ণদ্বয়কে পূর্ণ করিবে, খোদাতায়ালা তাহাকে রুহানিদিগের শব্দ শ্রবণ করিতে দিবেন না। বেহেশ্তে ফেরেশ্তা ও হুরগণ কর্তৃক যে কোরাণ শরীফ তেলাওয়াত হয়, তাহাই রুহানিদিগের শব্দ।

হাদিসে আরও আছে ;—

قال رسول الله صلعم بعثت با بطال المزامير و *

অর্থাৎ আমি বাদ্য যন্ত্র সমূহ দুরীভূত করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।

আরও আছে ;—

ملعـون الزامر و المستمـع *

অর্থাৎ বাদক ও শ্রোতা উভয়েই মালাউন।

আর একটী হাদিস আছে। যথা ;—

عن نافع قال مشيت مع عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعلى عنـه فسمـع زمارة راع فسـد اذنيـه با صبعيه و عدل عن الطريق و اسرع في المشي ثم قال يا نافع انقطع حس الزمار فقلت نعم فاخرج اصبعيه من اذنيه و رجع الى الطريق و قال هكذا رائيت رسول الله صلعم يصنع *

নাফে' বলেন, একদা আমি আবদুল্লাহ বেনে ওমারের সহিত পথে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে রাখালের বাঁশী বাজান শব্দ শুনিতে পাইয়া হজরত আবদুল্লাহ নিজের কর্ণে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিলেন ও দ্রুত বেগে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেম ; কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, হে নাফে'! বাজনা বন্ধ হইয়াছে? আমি বলিলাম, হাঁ, ইহাতে তিনি কর্ণদ্বয় হইতে অঙ্গুলী সরাইয়া লইয়া চলিতে লাগিলেন ; আমি এইরূপ করিতে হজরত রসুলোল্লাহ্‌কে দেখিয়াছি।

রেছালায়ে কোশায়রির ১৭৮ পৃষ্ঠায় হাদিস আছে যে,—

عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلعم صوتان ملعونان صوت ويل عند مصيبته و صوت عند مزمار عند و نعمته *

অর্থাৎ দুইটী শব্দ মলউন, একটী বিপদের সময় অধৈর্য্য হইয়া দুঃখ প্রকাশ করা, দ্বিতীয় বাদ্য যন্ত্রের শব্দ। তফসিরে আহমদির

৬০১ পৃষ্ঠায় আবু ইছহাক হইতে এই হাদিসটী বর্ণিত আছে, যথা—

ما من رجل يرفع صوته بالغناء و الا بعث الله عليه شيطانين احدهما على هذا المنكب و الاخر على هذا المنكب ولا يزالان يضربان بارجلهما حتى يكون *

যে ব্যক্তি গান করিবার জন্য উচ্চ শব্দ করে, খোদাতায়ালা তাহার উপর দুইটী শয়তান প্রেরণ করেন, তাহারা উহার দুই স্কন্ধের উপর বসিয়া গান গাওয়া বন্ধ না করা পর্য্যন্ত বুকে পদাঘাত করিতে থাকে।

মেশকাত শরীফের ৪৫৬ পৃষ্ঠায় বোখারী শরীফের একটী হাদিসের উল্লেখ আছে যে,—

عن ابي عامر او ابى مالك الا شعرى قال سمعت رسول الله صلعم يقـول ليكونن من امتـي اقوام يستحلون الخز و الحرير و المعازف (الى) يمسخ اخرين قردة و خنازير الى يوم القيمة *

নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক 'খজ্জ' রেশম এবং বাজানা সমুহকে হালাল জানিবে, শেষদল লোক কেয়ামত পর্য্যন্ত বানর শূকরের আকৃতিতে রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে।

মেশকাত ৪৭০ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যখন পনরটী বিষয় প্রকাশ পাইবে, তখন তাহারা ধ্বংস ও রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে, তন্মধ্যে এই দুইটীও, যথা;—

ظهـرت القنيات و المعـازف *

গায়িকা স্ত্রীলোক ও বাদ্য যন্ত্র সমূহ প্রকাশ পাইবে।

মছনদে আহমদ হইতে মেশকাতের ৩২৮ পৃষ্ঠায় হাদিস বর্ণিত আছে যে,—

عن ابي امامة قال النبي صلعم ان الله تعالى بعثني ٥ رحمة للعلمين و هدى للعلمين و امرني ربي عز و جل بمحق المعازف و المزامير و الاوثان و الصلب و امر الجاهلية *

হজরত বলিয়াছেন যে, নিশ্চয়ই খোদাতায়ালা আমাকে রহমা-তুল্লিল্ আ'লামিন ও হোদাল্লিল্ আ'লামিন করিয়া পয়দা করিয়াছেন এবং গান বাজনা সমুহ, বোত, ক্রুশ ও জাহেল প্রভৃতি কার্য্য সমস্ত দূর করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। হাদিস শরীফে আছে;—

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে গায়িকার গান শুনিবে, খোদাতায়ালা কেয়া-মতে তাহার কাণে গরম সীসা ঢালিয়া দিবেন।

হজরত জাবের বেনে আবদুল্লা হইতে হাদিছ রেওয়ায়েত আছে যে, শয়তান সর্ব্বপ্রথমে গানের প্রচলন করিয়াছিল।

হজরত ছালমান (রাঃ) হইতে হাদিছ বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে লোকে রাগরাগিণী সহ কোরাণ শরিফ পাঠ করিবে ও গানের দল বাহির হইবে।

আবু দাউদ ও আহমদে হাদিছ উল্লেখ আছে,—

নিশ্চয়ই খোদাতায়ালা মদ, জুয়া, ঢোলক, দফ প্রভৃতি হারাম করিয়াছেন।

তেবরাণী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, শয়তান বলিল খোদা আমার জন্য একটা আজান দাতা ঠিক করিয়া দাও, ইহাতে খোদা বলিলেন গান বাজনা তোমার আজান।

হজরত আলি ও এবনে ওমার (রাঃ) হইতে হাদিছ রেওয়ায়েত আছে যে, গানেওয়ালার উপার্জ্জিত অর্থ হারাম এবং গান শিক্ষা দেওয়া ও দফ, ঢোল প্রভৃতি বাদ্য হারাম।

এবনে মাজার একটী হাদিছ আছে যে, আমর বেনে কোর্রা হজরতের নিকট আসিয়া বলিল, যে, দফ বাজান ব্যতীত আমার

উপার্জ্জনের আর উপায় নাই, অতএব আমাকে উহা করিতে হুকুম দিন, তদুত্তরে হজরত তাহাকে খোদার দুশমন ও কঠিন গোনাহগার বলিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, গান ও দফ হইতে তওবা কর, যদি তওবা না কর, তবে তোমাকে কঠিন প্রহার করিয়া চোখ, নাক, কান কাটিয়া সহর হইতে তাড়াইয়া দিব।

আরও আছে ;—

استماع الملاهي معصية و الجلوس عليها فسق و تلذذ بها كفر *

অর্থাৎ গান বাদ্যের মজলিশে উপবেশন করা ফাছেকী ও গান বাদ্য শ্রবণ করা গোনাহ এবং তাহার স্বাদ গ্রহণ করা কাফেরী।

প্রিয় পাঠকগণ, কোরাণ, হাদিছ তফসির হইতে গান বাজনা হারাম হওয়ার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বেখবর 'গোলজারে সামা' লেখক না জানিয়া না শুনিয়া এসলামের বিপরীত কত কি লিখিয়া এক মহা সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। লেখকজি আবার বলিয়াছেন যে, মক্কা শরিফে যাইয়া হাজিদিগকে জমজম মোকামে এবরাহিম প্রভৃতি স্থানে নাকি সুর সহ গান গাহিয়া বেড়াইতে হয়। বলিহারি লেখকের বুদ্ধির বাহাদুরি, ইহারা কি কখনও হজ্জ সম্বন্ধীয় কোন ছহি মছলার কেতাব পাঠ করে নাই, যদি পড়িত কিংবা শুনিত তবে কিছুতেই এরূপ উল্টা কথা বলিতে সাহস পাইত না।

খোদার ফজলে এ খাকছারও হজ্জ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু লেখকের বর্ণিত স্থান সমুহে কখনও গান করিতে দেখে নাই বা শুনে নাই কিংবা কোন (মোছতানাদ) ছহিহ কেতাবে ঐরূপ কথা নাই বরং প্রত্যেক সহিহ কেতাবে গান বাজনা হারাম বলিয়া আছে। উক্ত লেখক আরও লিখিয়াছেন যে, দুইটী বালিকা হজরতের

সম্মুখে দফ বাজাইয়া গান গাহিতেছিল; অতএব গান বাজনা হালাল হইয়াছে।

পাঠক, জানিয়া রাখুন, উক্ত ঘটনা দুইটী নাবালেগা কন্যা দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল ও নাবালেগার কার্য্য এসলামের দলীল বলা যাইতে পারে না এবং উক্ত কার্য্যও খোদার হুকুমানুযায়ী মনছুখ (বাতীল) হইয়াছে। উক্ত মনছুখ ঘটনা দ্বারা গান বাদ্য কিছুতেই জায়েজ নহে; নেছাবোল এহতেছাব ২৯ অধ্যায়ে আছে যথা;—

ان بعض الناس يزعمون ان ضرب الدف و الغناء في يوم العيد جائز سماروي ان ابو بكر دخل (الى) و هذا الحديث متروك بقوله تعالى و من الناس من يشتري لهو الحديث الخ *

কতক লোক এই হাদিস দ্বারা ঈদের দিবস দফ বাজান, গান গাওয়া জায়েজ ধারণা করে, কিন্তু ইহা বাতীল কথা, কেননা সুরা লোকমানের ঐ আয়ত দ্বারা ইহা মনসুখ হইয়া গিয়াছে।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, কোরাণ শরিফের ঐ আয়ত নাজেল হইবার পূর্ব্বে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল।

হাদিসে আছে;—

كلامي لاينسخ كلام الله و كلام الله ينسخ كلامي *

আমার কথায় খোদার কালাম মনছুখ হইতে পারে না। বরং খোদার কালাম (আয়ত) দ্বারা আমার কথা বা কাজ (হাদিস) মনছুখ হইবে। যেহেতু ঐ আয়ত নাজেল হওয়ার পর হজরত গানবাদ্য হারাম বলিয়াছেন তাহা পাঠকগণকে শুনান হইয়াছে।

বোখারির টীকা আয়নি তৃতীয় খণ্ড ৩৫৯ পৃষ্ঠা ও ফতহোল-বারীর টীকা ২য় খণ্ড ৩০২ পৃষ্ঠায় আছে; এক দল লোক এই হাদিস দ্বারা বাদ্য সহ গান কিংবা বিনা বাদ্যে গান করা ও শ্রবণ করা

মোবাহ বলিয়া ধারণা করে, কিন্তু উহা ভ্রমপূর্ণ দাবী কেননা উহা নাজায়েজ হওয়ার দলীল কোরাণ হাদিসে বিদ্যমান, বহু বোজর্গ বলিয়াছেন যে, সঙ্গীত এবং উহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করা গোনাহ, এমন কি সঙ্গীত স্বরে অর্থাৎ রাগ রাগিনী সহ কোরাণ শরিফ পাঠ ও শ্রবণ করা গোনাহ।

এমাম কোরতবি উক্ত বালিকা দুইটীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, لیستا بمغنئین অর্থাৎ তাহারা গায়িকাদের ন্যায় গান (রাগরাগিনী প্রভৃতি সুর) জানিত না এবং তাহারা কেবল মাত্র বিনা রাগরাগিনীতে بما وقع یوم بعاث 'বোয়াচ' যুদ্ধের ঘটনাবলী বলিতেছিল; হজরত নবি করিম (সাঃ) এর মদিনা শরিফে তসরীফ আনিবা কালীন, মদিনা-বাসী কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল তাহা তলবিছে ইবলিছ কেতাবের ৩০৩ পৃষ্ঠায় আছে যে;—

طلع البدر علینا - من ثنیاة الوداع · وجب الشكر علینا - ما دعا الله داع *

এবনে জওজি বলেন উহা বর্ত্তমান কালের গানের ন্যায় রাগরাগিনী ছিল না, উহা মাত্র কবিতা পাঠ ছিল।

প্রিয় মুসলমানগণ! কোরাণ হাদিস তফসির হইতে গান বাদ্য হারাম হওয়ার দলীল পাইলেন এবং হাদিসে গান গাওয়া ও হজরতের গান, শ্রবণ করা প্রভৃতির বাতীল দাবীর খণ্ডন শুনিলেন এক্ষণে আরও কয়েকটী দাবীর যথাযথ খণ্ডন শ্রবণ করুন যথা;—

কোরাণ শরিফে সুরার আনফালে আছে;—

و ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصدية *

"খানায় কাবার নিকট শীশ ও হাত তালি দেওয়া ব্যতীত তাহাদের নামাজ ছিল না।"

তুলবিছে ইবলিছ ৩৭২ পৃষ্ঠায় আছে, এমাম এবনে আকিল বলিয়াছেন খোদাতায়ালা এই আয়তে হাত তালি দেওয়া, নর্ত্তন-কুর্দ্দন করা, শীশ দেওয়াকে স্পষ্টভাবে হারাম বলিতেছেন।

তফসির রুহল মায়ানী ৬।৪৪৭ পৃষ্ঠা; (জেকর কালে) উচ্চ শব্দ করা, অচৈতন্য হইয়া পড়া প্রভৃতি কপটতা ও ভাণ মাত্র। এইরূপ কেশ ছিন্ন করা, বুকে হাত দিয়া আঘাত করা শয়তানী কার্য্য।

তফসির জোমাল তৃতীয় খণ্ড ১০৭ পৃষ্ঠায় এবং কোরতবিতে আছে;—এমাম আবুবকর তারতুসিকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, একদল লোক কোন স্থানে একত্রিত হইয়া অধিক পরিমাণে খোদাতায়ালার জেকর ও হজরতের কথা বলিতে এবং দফ প্রভৃতি বাজা বাজাইতে থাকে, তন্মধ্যে কেহ কেহ ছটফট ও লাফালাফি করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং তথায় তাহারা কিছু খাদ্য সামগ্রীও আনয়ন করে, ঐ সমস্ত লোকের নিকট গমন করা জায়েজ কিনা? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ লোকের মত বাতীল ও গোমরাহি। নাচ, গান, ছটফট প্রভৃতির নিয়ম সর্ব্ব প্রথমে গোবৎস পূজক ছামিরীর শিষ্যগণ প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, অতএব যে কেহ খোদা রছুল ও কেয়ামতের প্রতি ইমান আনিয়াছে সে যেন ঐ সমস্ত লোকের নিকট উপস্থিত না হয় এবং তাহাদের বাতীল কার্য্যে সাহায্য না করে চারি মজহাবের এমামগণের এই মত।

তফসিরে বাহরে মুহিত ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫৮ পৃষ্ঠা,—

কাবিলের বংশধরগণ পাহাড়ের উপর ও হাবিলের বংশধরগণ পর্ব্বত নিম্নে এবং ইহাদের মধ্যে সুন্দরী কন্যা সকল ছিল, এমতাবস্থায় শয়তান পর্ব্বত নিম্নে বসিয়া বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিল, ইহাতে কাবিলের বংশধরগণ অধৈর্য্য হইয়া নীচে নামিয়া আসিল এবং

ঐ সমস্ত সুন্দরীদের সহিত মিলিত হইয়া জেনা ও গান বাজনায় মত্ত হইল।

পাঠক, এখানে একটী হাদিস জানিয়া রাখুন যে, গান বাজনা জেনার মন্ত্র, যথা ;—

الغنــاء رقيــة الزنــا *

তলবিছে ইবলিছ ৩২৮ পৃষ্ঠা ও তবলিছ ছায়ালাবি এবং মোগনি কেতাবে আছে,—গান, বাদ্য, শাবিঙ্গি দফ, সেতার প্রভৃতি হারাম, ইহাকে হালাল ধারণাকারী কাফের।

তফসির কবির ৩য় খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা ;—

عن قتادة انه قال القرآن دل على ان اولياء الله تعالى موصوفون بانهم عند المكاشفات و المشاهدات تارة تقشعر جلودهم و اخرى تلين جلودهم و قلوبهم الى ذكر الله وليس فيه ان عقولهم تزول و ان اعضائهم تضطرب فدل هذا على ان ذلك الاحوال لوحصلت لكانت من الشيطان *

এমাম কাতাদা হইতে বর্ণিত আছে যে, অলিউল্লাহগণের মোরাকাবা মোশাহাদা কালে অন্তর কোমল ও চর্ম্ম শিহরিয়া উঠে; অচৈতন্য হইয়া পড়া কিংবা লাফালাফি করা বেদয়াতীদের কার্য্য ইহা শয়তান কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে।

তফসির কাশ্যাফ ১ম খণ্ড ৩৩১ পৃষ্ঠায় আছে;—যে সময় তুমি কোন লোককে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা খোদাতায়ালার জেকরের সঙ্গে ও মহব্বতের কথায় হাতে তালি দেয়, চীৎকার করে, নাচিতে থাকে এবং অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তখন তুমি নিশ্চয় জানিও যে, তাহারা খোদাকে চিনিতে পারে নাই এবং বাতীল কার্য্য করিয়া নিজেদের মূর্খতা প্রকাশ করিতেছে।

৭ ক 'গোলকারে সামা' লেখক স্বীয় কেতাবের ১৬, ২০ এবং ২১ পৃষ্ঠায় কোরাণ শরিফের নিম্নোক্ত আয়তটীর অর্থ ভুল কিংবা জাল করিয়া লিখিয়াছেন যে, জেকর কালে আশেক বেহুস হইয়া যায়। চিখ মারিয়া উঠে, অজদ প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি কত কি লিখিয়া কোরাণ শরিফ পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাদের কি দুঃসাহস ! কিন্তু ইহা জানিয়া রাখা ভাল যে. শেখ সাদী (র) বলিয়াছেন ;—

کس نه اید بزیــر سـایه بـوم

گرهمـــا از جهان شود معدوم

অর্থাৎ যদিও 'হোমা' নামক পক্ষী জগত হইতে লুপ্ত হইয়া যায়, তথাপিও লোকে পেচকের ছায়া নীচে আসিবে না।

যাহা হউক, কোরাণ শরিফে আছে ;—

تقشعـــر منه جلود الزين يخشـــون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم الى ذكر الله *

"খোদাভীরু লোকদিগের চর্ম্ম সকল শিহরিয়া উঠে (রোমাঞ্চিত হয়), খোদার জেকরে তাহাদের চর্ম্ম ও অন্তর কোমল হইয়া যায়।" পাঠক, এই আয়তের অর্থে আশেক, বেহোশ, চিখ মারা, অজদ প্রাপ্ত হওয়া প্রভৃতির কোন কথাই নাই, এই আয়তের অর্থে ঐ সমস্ত কথা সংযোজন করা কোরাণ পরিবর্ত্তন করা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

তফসির এবনে কসীর ৮ম খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ;—খোদাতায়ালা নেক লোকদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, কোরাণ শরিফ শুনিলে (খোদার জেকরে) তাহাদের হৃদয় কোমল ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

তফসির এবনে জরীরে আছে ;—লোকে হজরত আয়েশা (রা)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কতকগুলি লোকে কোরাণ শুনিলে আত্মহারা কিংবা বেহোশ হইয়া যায়, ইহা কি ? তদুত্তরে তিনি

বলিলেন যে, কোরাণ মানুষকে জ্ঞানহারা করে না বরং খোদা যাহা বলিয়াছেন তাহাই হইতে পারে, "যথা",—চর্ম্ম সকল শিহরিয়া উঠে এবং অন্তর কোমল হইয়া যায়।

তাহতাবী ৪র্থ খণ্ড ১৭৭ পৃষ্ঠায় আছে;—পীর সর্রি সকতি (র) বলিয়াছেন যে, যদি সে ব্যক্তির মুখে তরবারির আঘাত করা হয় এবং তাহাতে সে বেদনা অনুভব করিতে না পারে, তবে তাহার যজবা ঠিক, নতুবা বাতীল বুঝিতে হইবে।

হজরত আনাছ (রা) বলিয়াছেন যে, একদিন হজরত নবি করিম (সঃ) আমাদিগকে নসিহত করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি বেহোশ হইয়া পড়িল, তদ্দর্শনে হজরত (সঃ) বলিলেন যদি তাহার ঐ অবস্থা সত্য হয়, তবে নিজকে মশহুর করিবার জন্য রিয়া করিল, আর যদি মিথ্যা হয়, তবে খোদাতায়ালা তাহাকে তাহার কপটতার জন্য বিনষ্ট করিবেন।

হজরত এবরাজ বেনে ছারিয়া ও আনাছ বেনে মালেক (রা) হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, বেহোশ হওয়া, বক্ষে করাঘাত করা, চিৎ মারা প্রভৃতি শয়তানী কার্য্য।

হজরত আবদুল্লাহ বেনে জোবায়ের হইতে রেওয়ায়েত আছে যে;—যে দল জেকর করিতে করিতে বেহোশ হইয়া পড়ে, কখনও তাহাদের কাছে বসিও না; কেননা হজরত রসুলুল্লাহ (সঃ), হজরত আবুবকর, ওমার, ওসমান, আলী (রা) প্রভৃতিকে কখনও ঐরূপ করিতে দেখি নাই, এই (বেহোশ প্রভৃতি হওয়ার) দল কি তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী ভয় করে?

এমাম হাসান বিসর্রি (র) ফোজায়েল বেনে আয়্যাজ এবং আইউব ছখতিয়ানি (র) প্রভৃতি পীরগণ হইতে বর্ণিত আছে যে,

স্বেচ্ছায় যজবা প্রকাশকারী ও ধৈর্য্য ত্যাগ কারীগণের শরীরে শয়তান প্রবেশ করিয়া ফুৎকার দিতে থাকে, ইহাতে তাহারা ঐরূপ কাজ করে এবং অচৈতন্য হইয়া যায়। উপরোক্ত বর্ণনা সমুহ তলবিছে ইবলিছ কেতাবে আছে।

হেদায়া নামক প্রসিদ্ধ কেতাবের ৩।৩০১ পৃষ্ঠায় আছে;—গান, বাদ্য প্রভৃতি কার্য্যের উপর ইজারা লওয়া জায়েজ নহে, ইহাতে গোনাহ কার্য্যের উপর ইজারা লওয়া হয়। উক্ত কেতাবের ৪।৪৫৩ পৃষ্ঠায় আছে, বাঁশী বাজান হারাম।

কাজীখান ৪র্থ খণ্ড ৬৬ পৃষ্ঠায় আছে;—গান বাজনা হারাম। হজরত রসুলোল্লাহ (সঃ) বাজনার আওয়াজ শুনিয়া দুই কর্ণে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন।

বিশ্ব বিখ্যাত ফতওয়ার কেতাব শামীর ৫ম খণ্ড;—

এমাম মোহাম্মদ (রঃ) সমস্ত ক্রীড়া ও গানকে হারাম বলিয়াছেন, এমাম আবু হানিফার নিকট এজমা মতে গান হারাম। উক্ত কেতাবের ৩৯২ পৃষ্ঠা;—একদল স্থফী নামধারী লোক মহব্বতের নাম ধরিয়া গান গাহিয়া ও যজবা প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহা বাতীল কাজ।

উক্ত কেতাবে আরও আছে;—প্রত্যেক ক্রীড়া কৌতুক, নাচ, গান, করতালি, তানপুরা, সারঙ্গী, রবাব, কাম্বু, বেনু, মন্দিরা, দফ, মুরলি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র (গ্রামোফোন, হারমনিয়ম) বাজান বা শ্রবণ করা হারাম, এই সমস্ত কাফেরদিগের রীতি।

তাতার খানিয়া কেতাবে আছে;—কোন অবস্থাতেই নর্ত্তন, কুর্দ্দন ও ছটফট করা জায়েজ নহে।

জখিরা কেতাবে আছে, উহা কঠিন গোনাহ।

শায়খোল এসলাম জালালোল মিল্লাতে উদ্দীন গিলানী নিজের

ফত্তওয়ায় লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নাচানাচি, লাফালাফি প্রভৃতিকে হালাল জানে, সে ব্যক্তি কাফের।

হাবিল গোন্ইয়াতে আছে ;—জেকর কালে নাচিতে থাকা, লাফাইয়া উঠা; মাটিতে পদাঘাত করিতে থাকা, চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ান বা ছুটাছুটি করা কাফেরি কার্য্য, ইহাকে হালাল বা এবাদত জ্ঞান করিলে কাফের হইতে হয়।

এমাম সাহরাওয়ার্দ্দি হইতে বর্ণিত আছে যে ;—আবুল আব্বাছ বলিতেন, শয়তানের দল উলঙ্গাবস্থায় উক্ত দলের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, যাহারা গান বাজনা ও নৃত্য করিতে থাকে, শয়তান তাহাদের মধ্যে ক্রীড়া করিতে এবং তাহাদের মুখে ফুৎকার দিতে থাকে, ইহাতে তাহারা ঐ সমস্ত বাতীল কার্য্যে মত্ত হইয়া যায়।

এমাম রাজি বলিয়াছেন ;—নিশ্চয়ই তাহারা গোনাহগারদের ন্যায় নৃত্য ও গাধার ন্যায় আওয়াজ করিতে থাকে এবং তাহারা নিজকে তাসাওয়াফ পন্থী বলিয়া ধারণা করে, প্রকৃত পক্ষে তাহারা কাফেরদের অপেক্ষা অধিক গোমরাহ।

আলমগিরিতে আছে ;—

السماع و القول و الرقص الذي يعمله الصوفية في زماننا حرام الخ *

অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে একদল সুফী নামধারী লোক, যে সমস্ত সামা, কাওয়ালী, নাচ, বাজনা করিয়া থাকে, উহা হারাম, উহাদের নিকট গমন করা ও উপবেশন করা জায়েজ নহে। উক্ত কেতাব ৫ম খণ্ড ৩৮৮ পৃষ্ঠায় আছে, এমাম হালওয়ায়িকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, একদল লোক যাহারা নিজদিগকে সুফী না অভিহিত ও এক প্রকার পৃথক পোষাক পরিধান করিয়া থাকে এবং ক্রীড়া কৌতুক, নাচ, গান, প্রভৃতি করিয়া নিজেদের উচ্চপদের

দাবী করে, উহাদের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে; তাহারা খোদাতায়ালার উপর মিথ্যা কলঙ্ক ও দোষারোপ করিয়াছে; মোসলমানের পক্ষে উচিত যে, এই সমস্ত নাপাক ও নাজায়েজ কাজ এসলাম হইতে দূর করিয়া গোনাহের পথ বন্ধ করে।

বরজন্দী ৩য় খণ্ড ১৮২ পৃষ্ঠা;—কতক সুফী নামধারী লোক গান, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতি করে, উহা হারাম; উহাদের নিকট উপবেশন করা নাজায়েজ। ইহারা পূর্ব্বকালের পীরগণের কার্য্যকে গান বাদ্যের দলীল বলিয়া থাকে, কিন্তু নিশ্চয়ই ইহারা যাহা করিয়া থাকে, তাঁহারা তাহা করিতেন না।

শামী ৫ম খণ্ড;—মোখতার ও মোলতাকা হইতে রেওয়ায়েত আছে, একদল সুফী নামধারী লোক মহব্বত নামীয় গান গাহিয়া ও যজবা প্রকাশ করিয়া থাকে, উহা ঘৃণিত কার্য্য এবং এসলামে উহার কোন সহিহ দলীল নাই।

তফসির রুহুল মায়ানী ৩।৪৫ পৃষ্ঠায় আছেঃ—কোরাণ শরীফ সমস্ত বাক্যের মধ্যে অধিক সত্য ও সুমধুর, মন দিয়া উহা শ্রবণ করিলে খোদার রহমত নাজেল হয়। সুমধুর ভাবে কোরাণ তেলাওত করা মোস্তাহাব, কিন্তু যদি উহার এরূপ দীর্ঘ সুরা পড়া হয় যে, উহার একটীও হরফ কম বেশী কিংবা অস্পষ্ট হইয়া যায়, তবে উহা হারাম হইবে। সেতার, বেহালা, দফ, প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সমূহ নিঃসন্দেহে হারাম।

এখতিয়ারোল ফাতাওয়ায় আছে যে, রাগ রাগিনী সহ কোরাণ পাঠ ও শ্রবণ করা নিতান্ত কদর্য্য কাজ।

হেদায়ার লেখক হইতে রেওয়ায়েত আছে যে,—

من قال المقرى زمننا احسنت عند قرآته يكفر *

বর্ত্তমান কালের গানের সুরের কোরাণ পাঠকারীকে যদি কেহ তাহার কোরাণ পাঠ করিবার সময় বলে যে, তুমি ভাল কার্য্য করিয়াছ, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে।

হেদায়া ও জখিরা কেতাবে আছে ;—কতক সুফিগণ মসজিদ ও মজলিসে একত্রিত হইয়া জেকর ও আশ্‌য়ার পাঠ করিতে যে গান করিয়া থাকে উহা হারাম, বরং সাধারণ সঙ্গীত অপেক্ষা উহা গুরুতর হারাম।

তরিকায় মোহাম্মদীর টীকা ২৬৪ পৃষ্ঠায় আছে ;—ঈদ ও বিবাহ উপলক্ষে গান করা এমামগণের নিকট নিঃসন্দেহে হারাম।

বাহারোর্‌রায়েক ৭।৮৮ পৃষ্ঠা, বাদ্যযন্ত্র সহ গান করা এজমা মতে হারাম এবং বাদ্য বিহীন গানও হারাম।

মাজমুয়াতোল ওলুম কেতাবে আছে ;—গান করা ও শুনা হারাম। কাহাস্তানি বলিয়াছেন;—রাগ রাগিনীর সুরে কবিতা পাঠ করাকে গান বলে। তাহতাবী ৪।১৭৩ পৃষ্ঠায় আছে ;—নাচ, বাদ্য গান স্পষ্ট হারাম।

নেছাবোল এহ্‌তেছাব হইতে তরিকায় মোহাম্মদীতে আছে ;—

تغني لصوفية زماننا في المساجد و الدعوات بالاشعار و الاذكار الخ *

একদল সুফী মসজিদ কিংবা মজলিসে একত্রিত হইয়া নৃত্য গীতের সুরে জেকর করিয়া থাকে, তাহারা হালাল হারাম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, ঈমান ও এসলামের বিষয়ে অজ্ঞ, তাহারা গাধার ন্যায় শব্দ করে, ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করে এবং পাগলের মত অর্থহীন যথা ;—হায়, হুয়, হিস, এল, ওল প্রভৃতি শব্দ করে; প্রত্যেক শক্তিমান লোকেরা যদি তাহাদিগকে বিদূরীত না করেন কিংবা তাহাদিগকে সম্মান করিয়া চলেন অথবা তাহাদের নিকট দোয়া

প্রার্থনা করেন, তবে খোদাতায়ালার গজব তাহাদের উপর নিপতিত হইবে।

'গোলজারে সামার' ৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, চারি এমাম প্রভৃতি গান বাজনা হালাল জানিতেন ও শুনিতেন। পাঠক! এমামগণের উপর অযথা অপবাদ প্রদান করিয়া লেখক নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া কতদূর মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয় তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। মোল্লা আলী কারী প্রণীত 'কেতাবোল এতনা' য় আছে;—এমাম মাহবুবি, এমাম আবু হানিফা (র) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, যে স্থানে গান হয়, সে স্থান যতক্ষণ ধুইয়া পাক না করা হয় কিংবা তথাকার মাটি তুলিয়া না ফেলা হয়, ততক্ষণ তথায় নামাজ জায়েজ হইবে না।" এমাম শাফিয়ি (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, খলিফা ও প্রধান লোকদিগের পক্ষে ঐ সমস্ত কাজ করিতে নিষেধ করা ওয়াজেব।" এমাম মালেক ও আহমদ বেনে হাম্বল (র) বলিয়াছেন যে,—"যে ব্যক্তি তাহাদের (নাচ গানের) মজলিসে উপস্থিত হইবে, তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইবে না।" তম্বহনোল মাহারেম কেতাবে আছে;—এমাম মালেক (র) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গানের মজলিসে উপস্থিত হয়, সে কঠিন গোনাহ্‌গার এবং যদি উহা হালাল জানে তবে কাফের হইবে।

এমাম শাফিয়ি (র) 'আদাবোল কাজা' কেতাবে লিখিয়াছেন'—

الغناء لهو مكروه يشبه الباطل *

"গান করা বাতীল কাজ ও নাজায়েজ।"

মদখল এবনে আমিরে হাজ্জ কেতাবের দ্বিতীয় খঃ ১৬৪ পৃষ্ঠায়, ৬৬১ হিজরীতে চারি মজহাবের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আলেম ও মুফতিগণ কর্ত্তৃক যে ফতওয়া প্রস্তুত হইয়াছে তাহা লেখা আছে যথা,—কি বলেন দুনইয়ার আলেম, ফকিহ্‌ ও মুফতীগণ এ সম্বন্ধে

যে, একদল লোক মসজিদ কিংবা নগরে অথবা কোন স্থানে একত্রিত হইয়া গান, বাদ্য ও নৃত্য করে, হাততালি দেয়, দফ, বাঁশী প্রভৃতি বাজাইতে থাকে, এই সমস্ত কার্য্য শরিয়তে জায়েজ হইবে কিনা ?

উত্তর ঃ—শাফিয়ি মুফতিগণ বলিয়াছেন যে, গান বাদ্য বাতীল কার্য্য ও দূষণীয় ক্রীড়া, যে ব্যক্তি উহা করিবে তাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে। যথা ঃ—

من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته *

মালিকী মুফতিগণ বলিয়াছেন ;—বাদশাহ্ বা খলিফার পক্ষে তাহাদিগকে তিরস্কার করা, মসজেদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া ওয়াজেব এবং তাহাদিগকে ঐ সমস্ত কাজ হইতে তওবা করিতে বলিবে।

হাম্বলি মুফতিগণ বলিয়াছেন ;—যে ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য করে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পাঠ করিতে নাই, তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না, যদি সে হাকিম (বিচারক) হয়, তবুও তাহার হুকুম পালনীয় নহে, তাহার দ্বারা যদি বিবাহ পড়ান হইয়া থাকে, তবে তাহা ফাছেদ হইবে।

হানাফি মুফতিগণ বলিয়াছেন ,—যে বিছানার উপর নাচ গান হয়, তাহা ধুইয়া পরিষ্কার না করা পর্য্যন্ত তাহার উপর নামাজ জায়েজ হইবে না এবং যে স্থানের উপর ঐ সমস্ত কার্য্য করা হইয়াছে, তথাকার মাটী স্থানান্তরিত না করা পর্য্যন্ত নামাজ পড়িতে নাই।

প্রিয় মুসলমানগণ ; চারি মজহাবের এমামগণ গান বাজনা নাজায়েজ হওয়ার সম্বন্ধে কিরূপ কঠিন ফতওয়া দিয়াছেন তাহা ত শুনিলেন ; মিথ্যাবাদী লেখকটী ধোকাজাল বিস্তার করতঃ এগাম ও

মুজ্‌হাবের উপর কলঙ্করাশি চাপাইতে একটুকু ইতস্ততঃ করিল না। ইহারা বেদয়াতী ওহাবী, খোদা ইহাদিগকে হেদায়েত করুন।

মদখল ২য় খণ্ড ১৫৯ পৃষ্ঠায় আছে ;—হজরত জোনায়েদ বাগদাদী (রঃ) একদিন স্বপ্নে ইবলিছকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, হে শয়তান, তুমি কোন্ কার্য্য দ্বারা মানুষকে বেশী গোমরাহ করিতে পার? শয়তান বলিল যে, যখন লোকে গান বাজনা করে ও অপর স্ত্রীলোকের দিকে কুদৃষ্টি করে।

তাতারখানিয়া কেতাবে আছে ;—

اعلم ان التغنی حرام في جميع الاديان قال الامام محمد في الزيادات الخ *

অর্থাৎ প্রত্যেক দীনে গান হারাম সাব্যস্ত আছে ; এমাম মোহাম্মদ (রঃ) জেয়াদাত কেতাবে উহা গোনার কাজ বলিয়াছেন।

মোহিত কেতাবে আছে ;—

التغني و التصفيق و استماعها كل ذلك حرام و مستحلها كافر *

গান প্রভৃতি হারাম, উহাকে হালাল বলিয়া ধারণাকারী কাফের।

নেহায়া কেতাবে আছে ,—

التغني و الطنبور و البربط و الدف و ما يشبه ذلك كل ذلك حرام و معصية بقوله تعالى الخ *

গান গাওয়া তাম্বুরা, দফ প্রভৃতি বাদ্য বাজান হারাম ও কঠিন গোনাহ।

জামেয়োল ফাতোয়ায়িতে আছে ;—

استماع الملاهي و الجلوس عليها و ضرب المزامير و الرقص كلها حرام و مستحلها كافر *

গান শোনা, গানের মজলিসে উপবেশন করা বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি বাজান হারাম। ইহা হালাল জানিলে কাফের হইবে।

ফতওয়ায়ে বায়হাকিতে আছে ;—

التغني و استماعه و ضرب الدف و جميع انواع الملاهي حرام و مستحلها كافر *

অর্থাৎ, গান করা ও শ্রবণ করা, দফ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজান এবং প্রত্যেক গান-বাদ্য ও ক্রীড়া হারাম ; ইহা হালাল ধারণাকারী কাফের।

শাফিয়ি মজহাবলম্বী এমাম গাজ্জালি (রঃ) এহইয়ায়োল-ওলুম কেতাবে ২য় খণ্ড ২৪৮ পৃষ্ঠায় 'সামা' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—

فان قلت فهل له حال يحرم فيه فاقول انه يحرم لخمس عوارض عارض في المسمع و عارض في آلة السماع و عارض في نظم الصوت و عارض في نفس المستمع او في مواظبته و عارض في كون الشخص من عوام الخلق الخ *

"যদি তুমি 'সামা' হারাম হওয়ার সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তবে আমি (গাজ্জালি) বলিব যে, উহা পাঁচ অবস্থায় হারাম হইবে।

যথা ;—যদি সামাকারী বা শ্রবণকারী স্ত্রীলোক কিংবা কিশোর বয়স্ক বালক হয়, তবে উহা হারাম হইবে। সামা'র যন্ত্র অর্থাৎ বাদ্য যন্ত্রের সহিত যদি 'সামা' হয়, তবে হারাম হইবে। যদি 'সামাতে' দোষণীয় কথা বা রাগ রাগিণী প্রভৃতি থাকে, তবে হারাম হইবে। যদি সামাকারীর কাম ও বাসনা প্রভৃতি প্রবল থাকে, তবে হারাম হইবে এবং কোন ক্রীড়া কৌতুকপূর্ণ 'সামা' হইলেও হারাম

হইবে। এইরূপ ভাবে আকছিরে হেদায়েতের ২৩৯ পৃষ্ঠায়ও আছে। শাফিয়ি মজহাবের কেতাব এহইয়াযোল ওলুমের কথায় স্পষ্ট জানা গেল যে, 'সামা বা-মাজামীর' হারাম; রাগ রাগিনী, বাদ্য যন্ত্র দফ, প্রভৃতি সম্বলিত সামা হারাম। উপরোক্ত শর্ত্তে সামা হারাম হইয়া গেল। তিনি উক্ত কেতাবের বহু স্থানে সামা বা-মাজামির হারাম লিখিয়াছেন।

ফৎওয়ায়ে হাম্মাদিয়াতে আছে ঃ—

و الحاصل انه لا رخصة في باب السماع في زمننا لان جنيدا تاب من السماع في زمانه *

অর্থাৎ সামা জায়েজ হইবার ফতওয়া দেওয়া যাইবে না, কেননা জোনায়েদ (ইনি গওছোল আজম বড় পীর সাহেবের পীর) স্বীয় জামানায় 'সামা' (রাগ রাগিনী সুর না থাকা সত্তেও নাজায়েজ হেতু) পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রেছালায়ে কোশায়রীর ১৮৬ পৃষ্ঠায় আছে,—

سمعت الجنيد يقول اذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم ان فيه بقية من البطالة *

জোনায়েদ (র) বলিতেন যে, যদি তুমি কোন মুরিদকে সামা ভালবাসিতে দেখ, তবে নিশ্চয় জানিও যে, তাহার মধ্যে এখনও বাতীল ভাব আছে।

হজরত গওছোল আজম শেখ আবদুল কাদের জিলানী (র) বড় পীর সাহেব গুনিয়াতোত্তালেবীন কেতাবে লিখিয়াছেন ;—

و لا ينبغي للفقراء ان يتقاضى القارى ولا القوال الخ *

অর্থাৎ দরবেশগণের ইহা উচিত নহে যে, কোন কারী কিংবা কাওয়ালকে কোরাণের পরিবর্ত্তে কবিতা পাঠ করিতে

অনুরোধ করে; যেরূপ একদল স্থফী নামধারী লোকের রীতি হইয়াছে। যদি তাহারা সত্যভাবে তাছাওয়াফ পন্থী হইত, তবে আল্লাহতায়ালার কালাম শ্রবণ ছাড়া অন্য কিছুতেই মন বিগলিত ও শরীর কম্পিত হইত না, কেননা উহাই তাহাদের মহবুবের কালাম ও ছেফাত।

উক্ত কেতাবের অন্য স্থানে আছে যে, আমি (বড় পীর সাহেব) সামা, কাওয়ালী ও বাদ্য জায়েজ রাখিনা।

আরও বলিয়াছেন;—সত্য মুরিদের এশ্কের আগুন কখনও নিবিয়া যায় না, তাহার মহবুব (খোদাতায়ালা) গায়েব নহেন। অতএব খোদার কথা ছাড়া গান, সামা এবং হা, হু প্রভৃতি শব্দ করা অনাবশ্যক ও ফজুল।

নেছাবোল এহতেছাবের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে;—

ان كان السماع سماع القرآن و الموعظة يجوز و يستحب و ان كان السماع سماع غناء فهو حرام لان التغني و استماع الغناء حرام اجمع عليه العلماء *

ইহার উপর এজমা হইয়াছে যে, কোরাণ এবং ওয়াজের সামা (রাগ রাগিনী স্বর ব্যতীত মিষ্ট শব্দে প্রত্যেক অক্ষরের 'মোখরেজ' আদায় করিয়া পাঠ) শ্রবণ করা জায়েজ এবং মোস্তাহাব; আর যদি গান বাদ্যের সামা হয়, তবে তাহা করা এবং শ্রবণ করা হারাম।

তরিকায় মোহাম্মদীর টীকায় ২৬৫ পৃষ্ঠায় আছে;—

التغني بالقرآن و الذكر و الدعاء يستلزم اللحن و اللحن حرام بلا خلاف و اما التغني بمعني حسن الصوت بلا لحن فمندوب *

কোরাণ পাঠ, দোওয়া ও জেক্‌র করা কালীন রাগ রাগিনী স্বর

সহ গেনা করা নিঃসন্দেহে হারাম ; যদি গেনা অর্থে রাগ রাগিনী স্বর ব্যতীত মিষ্ট শব্দ হয়, তবে তাহা দ্বারা কোরাণ তেলাওত প্রভৃতি করা মোস্তাহাব।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, কোরাণ এবং ওয়াজের (রাগরাগিনী বিহীন) 'সামা' ছাড়া রাগ রাগিনী সহ গান এবং বাদ্য প্রভৃতি নাজায়েজ ও হারাম। মোসলমানের পক্ষে তিনটী ক্রীড়া, কৌতুক ছাড়া অন্য (যাহা খেলাফ শরা') ক্রীড়া কৌতুক শরিয়তে জায়েজ নহে; যেমন তেরমজি, এবনে মাজা ও দারেমীতে হাদিস আছে যে, তীরান্দাজি, ঘোটককে শিক্ষা দেওয়া এবং আপন স্ত্রীর সহিত আমোদ প্রমোদ করা ভিন্ন অন্য ক্রীড়া কৌতুক নাজায়েজ।"

'মেযাতো মাসায়েল' কেতাবের ১২২ পৃষ্ঠায় আছে যে, সুলতান কুতবোদ্দিনের সময় সুলতানোল মাশায়েখ হজরত নেজামদ্দিন চিশ্‌তি (র) সাহেবের সমক্ষে দিল্লীতে এক ফতওয়া প্রস্তুত হয় যথা ;—কি বলেন দীনের আলেমগণ এসম্বন্ধে যে, যে মজলিশে ফকির নামধারী লোকেরা সামা করিয়া থাকে, তাহা ক্রীড়া কৌতুকের মজলিশ কি না ?

উত্তর :—হাঁ, ইহা ক্রীড়া কৌতুকের স্থান।

২য় প্রশ্ন :—উহা হারাম কিনা এবং করিতে নিষেধ করা ওয়াজেব কিনা ?

উত্তর :—হাঁ, উহা হারাম এবং করিতে নিষেধ করা ওয়াজেব।

৩য় প্রশ্ন :—উহাকে তাহারা নিজেদের 'স্বভাব' করিয়া লইয়াছে এবং উহার উপর জেদ করে ও উহা হইতে বিরত থাকে না এবং বলে যে, অমুক অমুক পীর ইহা করিয়াছেন ও অমুক শহরে হইয়া থাকে। এই কথা দলীল হইবে কিনা ?

উত্তর ঃ—তাহাদের কথা দলীল হইবে না এবং ঐ সমস্ত কাজ হারাম।

৪।৫।৬ প্রশ্ন ;—উহাদিগকে শহর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া ওয়াজেব কিনা এবং ঐ সমস্ত কার্য্য অর্থাৎ 'সামা' গান, বাদ্য, হাততালী, নৃত্য প্রভৃতিকে হালাল ও এবাদত ধারণা করা, এবং উহার উপর জেদ করা কাফেরী কিনা ?

উওর;—উহাদিগকে শহর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া ওয়াজেব, এবং উহারা তাহাদের কাজ ও আকিদার জন্য কাফের হইবে।

প্রিয় পাঠকগণ, অমুক শহরে হয়—ইত্যাদি কথাকে দলীল বলিয়া যাহারা গ্রহণ করে এবং চিশ্‌তিয়া তরিকার পীরগণ গান বাজনা করিতেন বলিয়া আস্ফালন করে, তাহাদের ধোকা ভঞ্জন কিরূপে হইল তাহা বুঝুন।

পীরকুল রত্ন মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেছ দেহলবী (র) ফতওয়ায়ে আজিজির ১ম খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কোরাণ হাদিস দ্বারা গান বাজনা হারাম সাব্যস্ত হইয়াছে। হজরত শেখ আহমদ ছারহান্দি মোজাদ্দেদে আলফে ছানী (র) নিজের কেতাবে গান, বাদ্য ও নৃত্যকে হারাম বলিয়াছেন। হালাল ধারণাকারীকে কাফের এবং প্রত্যেক মুসলমানকেই উহা না করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। তিনি ৭৭ জন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আলেম ও মুফতীর নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহারা সকলেই একবাক্যে গান, বাদ্য ও নৃত্যকে হারাম বলিয়াছেন।

বেদয়াতী দল অতি উচ্চৈঃস্বরে জেকর করাকে জায়েজ বলিয়া দাবী করিয়া বলে যে, চিশ্‌তিয়া ও কাদেরীয়া তরিকায় ঐরূপ ভাবে জেকর করিতে হয়।

উত্তর:—কোরাণ শরিফের সুরা আ'রাফে আছে ;—

و اذكر ربك في نفسك تضرعا و خيفة و دون الجهر من القول *

"তুমি দেলে দেলে ভীতভাবে অনুচ্চস্বরে তোমার প্রতিপালকের জেকর কর।" এই আয়তে খোদাতায়ালা অতি উচ্চৈঃস্বরে জেকর করিতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করিতেছেন।

সহিহ্ বোখারি ও মোসলেমে আছে ;—

عن ابي موسى الاشعري - كنا مع رسول الله صلعم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال رسول الله صلعم اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم و غائبا انكم تدعون سميعا بصيرا *

আবু মুছা আশয়ারী হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, একদা আমরা হজরত নবী করিমের (সাঃ) সঙ্গে ছফরে ছিলাম, এমন সময়ে একদল লোককে পাইলাম—যাহারা উচ্চৈঃস্বরে জেকর করিতেছিল। ইহাতে হজরত (সঃ) বলিলেন, তোমরা মনে মনে জেকর কর, কেননা তোমরা অনুপস্থিত ও বধির খোদাকে ডাকিতেছ না বরং (সামিওন বাসির) সর্ব্বশ্রোতা ও সর্ব্বদ্রষ্টা খোদাতায়ালাকে ডাকিতেছ।

তফসির খাজেন ও শামি কেতাবে আছে;—

কাদেরিয়া ও চিশ্‌তিয়া তরিকায় জলি জেকর জায়েজ কিন্তু তাহা নিকটবর্ত্তী লোকের ঘুম বা নামাজের ব্যাঘাতকারী হইলে নাজায়েজ হইবে।

কওলোল জমীল ৪২ পৃষ্ঠায় আছে ;—

المراد بهذه الجهرة هو غير المفرط *

কাদেরিয়া ও চিশ্‌তিয় তরিকায় জলি জেকর জায়েজ, কিন্তু তাহা অধিক শব্দ হইয়া সীমা লঙ্ঘন করিলে হারাম হইবে। অতএব অতি উচ্চৈঃস্বরে জেকের করা প্রত্যেক তরিকায় না-জায়েজ।

* প্রিয় পাঠকগণ! গান, বাজনা, রাগ রাগিনী, দফ, ঢোল, তাম্বুরা, হারমোনিয়ম, গ্রামোফোন প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, বে-শরা' সামা', হাতভালি, নৃত্য, নর্ত্তন, কুর্দ্দন, ধাবন, জেকর কালে হা, হু, এল, ওল প্রভৃতি শব্দ করা, চিৎমারা বেহোশ হওয়া, অজদ প্রকাশ করা এবং অতি উচ্চৈঃস্বরে জেকর করা প্রভৃতি কার্য্য হারাম ও নাজায়েজ হওয়ার দলীল কোরাণ, হাদিস, তফসির, ফেকহ, এমাম এবং পীরগণের 'কওল' হইতে দেখাইয়া 'গোলজারে সামা' বা বেদয়াতীদের প্রণীত পুস্তকের মত সমুহ খণ্ডন করা হইল।

সত্যপরায়ণ পাঠক ইহা পাঠ করিয়া উহাদের মতের অসারতা উপলব্ধি করুন।

গোলজারে সামা কেতাবের ২১ পৃষ্ঠায় এবং আরও কয়েক স্থানে পীর, বাদশাহ, পিতামাতাকে সেজদা করিতে হইবে বলিয়া লেখা আছে এবং ইহাও বেদয়াতিগণের একটী বিশেষ ফৎওয়া। পীরপূজক ইহাদিগকেই বলে।

উত্তর ঃ—কোরাণ শরীফে আছে ;—

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الخ *

"তোমরা চন্দ্র সূর্য্যকে সেজদা করিও না বরং এই সমস্ত যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে ছেজদা কর।" এই আয়তে খোদাতায়ালা স্পষ্টভাবে তাঁহাকে ছাড়া অন্য কাহাকে ছেজদা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

কোরাণ শরীফে আরও আছে ;— و ان المساجد لله

"নিশ্চয় সেজদার স্থান সমুহ আল্লাহর জন্য।"

তফসিরে খাজেন ৪র্থ খণ্ড ৩৪১ পৃষ্ঠায় আছে ;—

عن سعيد بن جبير ان المراد بالمساجد الاعضاء التي يسجد عليها الانسان و هي سبعة الجبهة و اليدان و الركبتان و القدمان و المعنى ان هذه الاعضاء التي يقع عليها السجود مخلوقة لله فلا تسجدوا عليها لغيره *

অর্থাৎ কোরাণ শরীফে উল্লেখিত "মাছাজেদ" (সেজদার স্থান সমূহ) শব্দে সেই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বুঝিতে হইবে, যদ্দ্বারা মানুষ সেজদা করিয়া থাকে এবং তাহা সাতটি যথা,—পেশানি (নাক ও কপাল), দুই হাত, দুই হাটু এবং দুই পা ; ইহা দ্বারা খোদা ছাড়া অন্য কাহাকেও সেজদা করা জায়েজ নহে। ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ছেজদা যেরূপেই হউক না কেন, খোদা ভিন্ন অন্যকে সেজদা করা না-জায়েজ।

গায়রুল্লাহ, সেজদাকারিগণ বলেন যে; ফেরেস্তাগণ আদম (আঃ) কে সম্মানের সেজদা করিয়াছিলেন ; অতএব আমরাও সম্মানীকে সম্মানের ছেজদা (ছেজদায়ে তাহইয়াত) করিব।

উত্তর ঃ—তফসিরে মাদারেকে আছে ;—

و اذ قلنا للملئكة اسجدو الخ *

عن ابي ابن كعب و عن ابن عباس كان ذلك انحناء و لم يكن خرورا على الذقن *

অর্থাৎ "যখন আমি ফেরেস্তাদিগকে সেজদা করিতে হুকুম করিয়াছিলাম" এই আয়তের অর্থে ওবাই এবনে কায়াব ও এবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত আছে যে, উহা (ফেরেস্তাগণের ছেজদা) মাটিতে মাথা রাখিয়া ছেজদা ছিল না বরং রুকুর ন্যায় (নত হইয়া) ছিল।

উক্ত তফসিরে আরও আছে ;—

و كان السجدة تحية لادم عليه السلام و هو الصحيح اذ لو كان لله تعالى لما امتنع عنه ابليس و كان سجود التحية جائزا فيما مضى ثم نسخ لقوله عليه السلام لسلمان حين اراد ان يسجد له لا ينبغي لمخلوقه ان يسجد لاحد الا لله تعالى *

অর্থাৎ ফেরেস্তাগণ আদম (আঃ) কে সম্মানের ছেজদা করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে তাহারা আল্লাহতায়ালার জন্য ছেজদা করিয়াছিলেন এবং শয়তান উহা হইতে বিরত হইয়াছিল। পূর্ব্ব কালে এরূপ "সেজদা তাহইয়াত" জায়েজ ছিল, কিন্তু হজরত রসুলোল্লাহর এই হুকুমে তাহা মনছুখ হইয়া গিয়াছে যথা :—ছালমান (রা) হজরত (সঃ) কে সেজদা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, হজরত বলিয়াছিলেন, খোদা ছাড়া অন্যকে সেজদা করা কিছুতেই দোরস্ত নয়। প্রিয় পাঠকগণ। উপরোক্ত সেজদা অর্থাৎ ফেরেস্তাগণের সেজদা পীর সেজদার দলীল নহে, তাহা শুনিলেন। এক্ষণে পুনরায় শুনুন যে, ফেরেস্তাগণ মানবকে কুকুর ন্যায় হইয়া সম্মান করিয়াছিলেন, আর এই পীরপূজক দল মানুষ হইয়া মানুষকে কেন এইরূপ ভাবে সম্মান করিবে? ইহারা কি ফেরেস্তা হইয়া পড়িল? দলীল বলে ইহারা শয়তানের চেলা।

হজরত আদম (আঃ) এর বাম পঞ্জরাস্থি হইতে হজরত হাওয়া (আঃ) কে খোদা পয়দা করিয়াছিলেন এবং হজরত আদম (আঃ) এর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন; ফলতঃ হজরত হাওয়া (আঃ) হজরত আদম (আঃ) এর শরীর হইতে নির্গত হওয়া সত্বেও তাঁহার স্ত্রী হইলেন এবং হজরত আদম (আঃ) এর সন্তানগণ আপন ভাই ভগ্নির সহিত বিবাহিত হইলেন; এক্ষেত্রে হজরত

আদম (আঃ) এর সময়েব নিয়ম অর্থাৎ ফেরেশ্‌তা কর্ত্তৃক কবুর ন্যায় সেজদা করা যদি বেদয়াতীদের দলীল ও মাননীয় হয়, তবে আপন শরীর হইতে নির্গত অর্থাৎ ঔরষজাত কন্যাকে নিজের স্ত্রী বানাইয়া এবং আপন ভাই ভগ্নিকে বিবাহ করিয়া বেদয়াতী মা'রেফাতের চুড়ান্ত লীলা দেখাইতে বেদয়াতীগণ বাধ্য হইবেন কি ? কেননা হজরত আদমের (আঃ) নিয়ম উহাদের মাননীয় দলীল বলিয়া উহারা দাবী করিয়া থাকে।

মেশকাতের ২৮২ পৃষ্ঠায় আহমদ ও আবুদাউদ হইতে হা'দিস উদ্ধৃত আছে যে ;—

عن قيس بن سعود - اتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون المرزبان لهم فقلت احق بان اسجد لك فقال لي ارأيت لو مررت بقبري اكنت تسجد له فقلت لا فقال لاتفعلوا و لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان تسجد لا زواجهن ٭

কয়েছ বেনে ছউদ বলেন, আমি হিয়ারা নামক স্থানে আসিয়া দেখিলাম, তাহারা তাহাদিগের প্রধানদিগকে ছেজদা করিতেছে, অতএব আপনি (হে খোদার রসুল) সমধিক উপযুক্ত যে, আমরা আপনাকে সেজদা করি। ইহাতে হজরত বলিলেন, যদি তুমি আমার কবরের নিকট গমন কব, তবে কি তাহা সেজদা করিবে ? আমি বলিলাম না, তখন হজরত বলিলেন, তোমবা একপ করিও না। যদি একে অপরকে সেজদা করিতে হুকুম করিতাম তবে স্ত্রীকে তাহার স্বামীকে সেজদা করিতে বলিতাম।

মছনদে আহমদ কেতাবে হাদিস আছে ;—

عن عائشة - كان النبي في نفر من المهاجرين و الانصار فجاء بعير فسجد له فقال اصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم و الشجر

فلنحن احق ان نسجد لك فقال اعبدو ربكم و اكرموا اخاكم و لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها *

হজরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হজরত নবী করিম (সঃ) কতিপয় আছহাব ও মোহাজেরীন সহ উপস্থিত ছিলেন; এমন সময়ে একটী উষ্ট্র আসিয়া হজরতকে (ঝুকিয়া) সেজদা করিল। তদ্দর্শনে আছহাবগণ বলিলেন যে, আপনাকে বৃক্ষ ও পশু সকল ছেজদা করে, অতএব আমরা আপনাকে সেজদা করিবার অধিক দাবিদার। ইহাতে হজরত বলিলেন, খোদার এবাদত কর এবং মোসলমান ভাইকে সম্মান কর (কিন্তু কাহাকেও সেজদা করিও না)। যদি কাহাকে সেজদা করিতে বলিতাম, তবে স্ত্রীদিগকে তাহার স্বামীর সেজদা করিতে বলিতাম।

তফসীর কবির ১ম খণ্ডে আছে :—

ان معاذا لما قدم من اليمن فقال ان اليهود تسجد لعظمائها و علمائها و رأيت النصرى تسجد لقسيسها و بطارقتها قلت ما هذا فقالوا تحية الانبياء فقال عليه السلام كذبوا على انبيائهم *

যখন মায়াজ এমন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হজরতকে বলিলেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদিগকে তাহাদের ধর্ম্ম-যাজক, পাদ্রী, আলেম, প্রভৃতিকে সেজদা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ইহা কি? ইহাতে তাহারা বলিয়াছিল, পয়গম্বরগণের সম্মান। ইহা শ্রবণে হজরত (সঃ) বলিলেন, তাহারা পয়গম্বরগণের উপর মিথ্যারোপ করিয়াছে (অতএব হে মায়াজ, তোমরা ইহা করিও না)।

উক্ত তফসীরে আরও আছে :—

" دخل العائذون على علي ابن ابي طالب فاراد ان يسجد

له فقال له علي اسجد لله ولا تسجدلي *

'জাছেলীক' হজরত আলির (রা) নিকট আসিয়া সেজদা করিতে ইচ্ছা করিল, তখন হজরত আলি (রা) বলিলেন, আমাকে সেজদা করিও না, খোদাতায়ালাকে সেজদা কর।

মোয়াত্তায় মালেকে আছে ;—

غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء هم مساجد *

যাহারা পয়গম্বরদিগের কবর সমূহকে সেজদা করে, খোদার গজব তাহাদের উপর হইবে।

মোসলমানগণ শুনুন, পীর প্রভৃতি ও কবর সেজদাকারিগণের উপরে কিরূপ খোদার গজব নিপতিত হয়।

তেরমজি শরীফে আছে,—

عن انس قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحنى له قال لا *

হজরত আনাছ হইতে বর্ণিত আছে ;—একটী লোক আসিয়া হজরত (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমাদের মধ্যে যখন কোন ভাই কিংবা বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন কি রুকুর ন্যায় ঝুকিয়া সম্মান প্রকাশ করিব? তদুত্তরে হজরত (সঃ) বলিলেন, না। ইহাতে নবি করিম (সঃ) ছেজদা এমন কি রুকুর ন্যায় মাথা নীচু করিয়া সম্মান প্রকাশ করিতে নিষেধ করিতেছেন। কেননা পূর্ব্ব কালের পয়গম্বরগণের সময়ে রুকুর ন্যায় মাথা নীচু করা ছেজদা ছিল।

ইহাতেও যদি পীর ও গোর পূজক দল গায়রুল্লার ছেজদা হইতে তওবা না করেন, তবে আরও কিছু শ্রবণ করুন। যথা :—নেছাবোল-

এহয়তেছাবে আছে ;—

اذا سجد لغير الله يكفر لان وضع الجبهة على الارض لايجوز الا لله تعالى *

খোদা ছাড়া অন্যকে ছেজদা করিলে কাফের হইবে, কেননা মাটীতে মস্তক স্থাপন করা খোদা ভিন্ন অন্যের জন্য জায়েজ নহে।

ফতওয়ায় হাম্মাদিয়াতে আছে ;—

ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدى المشائخ فان ذلك حرام قطعا بكل حال *

অধিকাংশ জাহেলেরা তাহাদের পীর রোজর্গদিগের সম্মুখে যে ছেজদা করিয়া থাকে, তাহা প্রত্যেক অবস্থাতেই কাত্‌য়ী হারাম।

আরও আছে ;—

اذا سجد لغير الله معتقدا حقيقة كفر *

অর্থাৎ এবাদতের নিয়তে খোদাকে ছাড়া অন্যকে ছেজদা করা কুফরী।

শরেহ আকায়েদ নাছাফীতে আছে ;—

استحلال المعصية صغيرة كانت او كبيرة كفر *

"গোনাহ ছগিরা কিংবা কবিরাকে হালাল জানিলে কাফের হইবে।" অতএব সম্মানের সেজদা অর্থাৎ রুকুর ন্যায় মাথা নীচু করাও যখন হারাম ও গোনাহ কবিরা নিঃসন্দেহে সাব্যস্ত হইল, তখন তাহাকে হালাল, মোবাহ কিম্বা জায়েজ জানিলে কাফের হইবে।

মোছনদে আহমদ ও তেরমজি শরীফে আছে ;—

تمام تحياتكم بينكم المصافحة ؛

"অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে প্রচলিত ছালামের শেষাংশ মোছাফাহা।

উপরোক্ত দলীল সমুহ দ্বারা স্পষ্ট জানা গেল যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ছেজদা করা কাফেরী এবং কেবল মাত্র সম্মানের নিয়তে ছেজদা করিলেও হারামকারী হইবে এবং ছেজদা তাহিইয়াত-কে হালাল ও জায়েজ ধারণাকারীও কাফের হইবে। রুকুর ন্যায় মাথা ঝুকাইয়া সাম্মন প্রদর্শন করাও নাজায়েজ। সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যে, মোছাফাহা করিবে, যদি কেহ কদমবুছি করিতে চাহে, তবে সে যেন মাথা নীচু না করিয়া উহা আদায় করে। রুকুর ন্যায় ঝুকিয়া কদমবুছি করাও নিষিদ্ধ। অতএব মোসলমানগণ, বেদয়াতীদের মতানুযায়ী পীর ও গোরকে সম্মানের ছেজদা করিতে যাইয়া হিন্দু, খ্রীষ্টান, য়িহুদীদিগের তাশাব্বোহ আনয়ন করিবেন না।

ছুরা মায়দাতে আছে ;—

ومن يتولهم منكم فانه منهم *

তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাহাদের (কোফর ও ফাছেকদের) সহিত মিল মহব্বত রাখিবে, সে তাহাদের সঙ্গী হইবে।

তফসিরে দোরে মনছুর ও আহমদীতে আছে ;— يحشر معهم

অর্থাৎ তাহাদের সহিত 'হাশর' হইবে। অতএব মোসলমানগণ প্রত্যেক অবস্থাতে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন যে, যে কাজে তাশাব্বোহ পয়দা হয়, তাহা করিয়া জাহান্নামী হইবেন না।

গোলজারে 'সাবা'র প্রথম পৃষ্ঠায় ;—"তিনি আপন জাতি নূরে মহাম্মদ (সাঃ) কে সৃজন করিয়া" লেখা আছে। পাঠক! ইহারা খোদাতায়ালার জাত পাকের শরিক করিতে কিরূপ সিদ্ধ-হস্ত তাহা দেখুন. হজরতের নূরকে ইহারা খোদাতায়ালার জাতের শরিক করিল। মোশরেক আর কাহাকে বলে?

আল্লাহতায়ালার জাত ও ছেফাতের সহিত কাহাকে বা কোন কিছুকে শরিক করিলে দীন এসলামানুযায়ী মোশরেক হইতে হয় এবং মোশরেকের জন্যই খোদাতায়ালা কোরাণ শরীফে বলিয়াছেন ;—

فقد حرم الله عليه الجنة

নিশ্চয়ই তাহাদের (মোশরেক) জন্য বেহেশত আল্লাহ হারাম করিয়াছেন।" এক্ষণে বিবেচনা করুন যে, বেদয়াতী দল নূরে নবীকে খোদার জাতের অংশ বলিয়া, কিরূপে নিজেদের জন্য বেহেশতকে হারাম করিল। লেখকের দল বোধ হয় এই কথার উপর নির্ভর করিয়া হজরতের নুরকে খোদার শরিক করিয়াছেন যে, * انا من الله و المؤمنون مني "আমি আল্লাহ হইতে এবং মুমেনগণ আমা হইতে" মোল্লা আলী কারী "মওজুয়াতে কবির" কেতাবের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

انا من الله و المؤمنون مني قال العسقلاني انه كذب و قال الزركشي لا يعرف و قال ابو تيمية موضوع *

অর্থাৎ জরকশি বলেন ইহার সনদ জানা যায় না ; আস্কালানি বলেন, ইহা মিথ্যা ও জাল কথা ; আর তায়মিয়া বলেন, ইহা জাল।

মাকাছেদে হাছানা ও মিজানোল এ'তেদাল প্রভৃতি কেতাবে আছে, উহা বাতীল, জাল, মিথ্যা কথা।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, আছারে মরফুয়া, কাছায়েদে আমালিয়া প্রভৃতি কেতাবে আছে যে, হজরতের নুর খোদার নুরের কিংবা জাতের অংশ বলিয়া বিশ্বাসকারী কাফের।

হজরতের নুর খোদাতায়ালার জাতের অংশ নহে বরং তাহা মখলুক অর্থাৎ খোদার সৃষ্টি ; কোন সৃষ্টিকে খোদার অংশ

ভাসিলে কাফের মোশরেক হইতে হয়। যদি হজরতে নূর খোদার অংশ হয়, তবে হিন্দু কিংবা খৃষ্টানগণ যীশু বা দেবদেবীকে খোদার অংশ বলিয়া কাফের মোশরেক হইবে কেন ? বেদয়াতী দল খোদাতায়ালাকে নূর বলিয়া এবং লিখিয়া থাকে ; কিন্তু খোদা নূর বা আলোক নহেন। কোরাণ শরিফের এই আয়ত— الله و نور السموت و الارض এর অর্থে নাবাবী শরেহ মোসলেমের ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قوله تعالی الله نور السموات و الارض و ما جاء فی الاحادیث
من تسمیة سبحانه و تعالی بالنور معناه ذو نورهما و خالقه *

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আছমান জমিনের আলোক প্রদানকারী এবং আলো বা নূরের স্রষ্টা।

কোরাণ শরীফে আছে ;— لیس کمثله شیء

"তাঁহার তুলনায় কেহ নাই" খোদাকে নূর বা আলোক ধারণা করিলে, তাঁহার তুলনায় অনেক নূর বা আলোক পাওয়া যাইতে পারে, যেহেতু খোদা বেমেছেল বা অতুলনীয় এ কথা বলা যাইতে পারে না এবং ইহা সম্পূর্ণ কাফেরী মত।

কোরাণে আরও আছে ;—

و لم یکن له کفوا احد *

"তাহার সমকক্ষ কেহ নাই" এক্ষণে খোদাকে নূর বা আলোক বলিলে, নিশ্চয় তাঁহার সমকক্ষে অন্ধকারকে ধরিতে হইবে এবং ইহাতেও ইমানের গণ্ডী পার হইয়া কুফরীর সীমায় পড়িতে হইবে।

মাওয়া কেফের হাশিয়া ও তলবিছে ইবলিছ কেতাবে আছে ;— শয়তানিয়া নামে একদল রাফেজী ও মরজিয়াদের এক দল লোক

খোদাকে নূর বলিয়া থাকে। মোসলমানগণ সাবধান হউন খোদাকে নূর এবং নবীর নূরকে খোদার জাতি নূর বলিয়া কোরাণ ও খোদাকে মিথ্যা এবং লা-শরীককে শরীক, বে-মেছেলকে মেছেল বলিয়া কাফের মোশরেক হইবেন না।

বেদয়াতীগণের আর এক দাবী তাহাদের অন্যান্য পুস্তকে আছে যে, তাহারা মোরাকাবা মোশহাদা কালে খোদাকে দেখিয়া থাকে।

উত্তর:—কোরাণ শরিফে আছে ;—

قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني *

অর্থাৎ হজরত মুসা (আঃ) যখন খোদাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে খোদা আমি তোমাকে দেখিব, আমাকে দেখা দাও, খোদা বলিলেন, (হে মুসা,) তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না।

তফসির নায়ছাপুরী ও এবনে জরীরে ৭ম খণ্ডে আছে ;—

খোদাতায়ালা সকলকে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু কোন মখলুক দুনিয়াতে খোদাকে দেখিতে পাইবে না। তফসির কবির ১ম খণ্ডে, মকতুবাত এমাম রব্বানী ১ম খণ্ড ৩৪৮ পৃষ্ঠা ও নাবাবী শরেহ মোসলেমের ৯৯ পৃষ্ঠায় আছে যে ;—যাহারা মোরাকাবা মোশাহাদা কালে কিংবা অন্য সময়ে খোদাকে দেখিবার দাবী করে, তাহারা খোদাতায়ালার ঘোর দোষারোপ করিয়াছে এবং তাহাদের আকিদার জন্য তাহারা কাফের হইয়া গিয়াছে।

খোদা দর্শন সম্বন্ধে নাবাবী লিখিয়াছেন ;—

و الجمهور من السلف و الخلف من المتكلمين و غيرهم انها لا تقع في الدنيا *

অর্থাৎ এসলামে সর্ববাদী সম্মত যে, খোদাকে দুনিয়াতে কেহ দেখিতে পাইবে না। হজরত মুসা (আঃ) যাহা দেখিতে পান নাই

এবং সমগ্র মোসলমান ইমানদারগণ কোরাণ, হাদিছ, তফসীর প্রভৃতি হইতে স্বীকার করেন যে, খোদাকে দুনিয়াতে কেহ দেখিতে পাইবে না; এই অকাট্য মতের বিরুদ্ধবাদী হইয়া খোদাকে নূর বা আলোক ও হজরতের নূরকে খোদার জাতিনূর এবং মোরাকাবা মোশাহাদা কালে খোদা দেখিবার দাবীকারীগণ কাফের মোশরেক না হইলে জগতে কোন পৌত্তলিক কিংবা অংশীবাদীকে কাফের মোসরেক বলা যাইতে পারে না।'

তনবিরোল আবছার নামক এক ফতওয়ার কেতাবে বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ১৫৩ জন মাওলানার দস্তখত সহ ফতওয়া আছে যে, খোদাতায়ালা নূর বা আলোক নহেন এবং হজরতের নূর খোদার জাতি নূর বা অংশ নহে।

বেদয়াতীদিগের আর এক রীতি যে, তাহারা লম্বা চুল রাখিয়া থাকে, কেহবা গেরুয়া রঙ্গের এক প্রকার বিশিষ্ট পোষাক পরিধান করিয়া বৈষ্ণবী সাজ দিয়া থাকে।

কোরাণ শরিফে আছে ;—

ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهكم عنه فانتهوا *

"যাহা তোমাদের রছুল তোমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ কর।"

ছহিহ্ আবু দাউদ দ্বিতীয় খণ্ড ২২০ পৃষ্ঠায় আছে ;—

عن وائل ابن حجر قال اتيت النبي صلى الله عليه و سلم ولي شعر طويل فلما راٰني رسول الله صلعم قال ذباب ذباب السخ

ওয়ায়েল বেনে হোজর বলেন যে, আমি হজরতের নিকট আসিলাম এবং আমার চুল লম্বা ছিল, তদ্দর্শনে হজরত বলিলেন, লেজ লেজ।

ইহা শুনিয়া আমি বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চুল ছাটিয়া পুনরায় হজরতের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, ইহা উত্তম।

ফতহোল বারি দশম খণ্ড ২৭৭ পৃষ্ঠা, আয়নি উক্ত খণ্ড ২৯২ পৃষ্ঠা; কোস্তোলানি, বোখারি ও মোসলেমে আছে যে, চুল তিন প্রকার রাখা শরিয়তে জায়েজ। যথা;—

(১) কানের গোড়া হইতে কাঁধ পর্য্যন্ত; ইহা সুন্নত। (২) চুল একেবারে মুড়াইয়া ফেলা। (৩) চুল ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলা। অতএব স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় লম্বা লম্বা চুল রাখা কিংবা পোষাক পরিধান করা জায়েজ নহে।

হাদিছে আছে,—

لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة و المرأة تلبس لبسة الرجل *

অর্থাৎ যে পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় কিংবা যে স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় পোষাক করে, খোদাতায়ালা তাহার উপর লা'নত করিয়াছেন।

প্রিয় পাঠকগণ! বেদয়াতীদের মত সমূহ ও কার্য্যাবলীর প্রতিবাদ ইতিপূর্ব্বে এসলামের যাবতীয় দলীল সমূহ হইতে প্রমাণ করা হইয়াছে; এক্ষণে হজরত গওছোল আজম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী বড়পীর সাহেব (রঃ) মা'রেফাত পন্থী ফকিরদিগের অবস্থা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন।

তিনি সের্রোল আসরার নামক কেতাবে লিখিয়াছেন এবং তাহা মক্কা শরীফের ছাপা গুনিয়াতোত্তালেবানের দ্বিতীয় খণ্ড ১৬৮ পৃষ্ঠায় হাশিয়ায় আছে;—

الفصل الثالث و العشرون في بيان اهل التصوف

و هم اثنى عشر صنفا الصنف الاول وهم السنيون و هم

الذين اقوالهم و افعالهم موافقة للشريعة و الطريقة جميعا وهم
اهل السنة و الجماعة *

অর্থাৎ মা'রেফাত দাবীকারী ১২ দলে বিভক্ত; তন্মধ্যে ছুন্নী নামক প্রথম দল, ইহাদের কাজ ও কথা সমস্তই শরিয়ত তরিকতের অনুযায়ী হইবে এবং ইহারা ছুন্নত জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত।

আর অবশিষ্ট এগার দল বেদায়তী।

و البواقي المبتدعون فاما مذهب الحلولية فانهم يقولون
النظر الى بدن الجميلة و الامرد حلال فيرقصون و يدعون ان الله يل
و المعانقة مباح و هذا كفر محض *

দ্বিতীয় দল হুলুলিয়া, ইহারা সুন্দরী স্ত্রীলোক এবং অল্পবয়স্ক বালকদিগের প্রতি দৃষ্টি করা এবং আলিঙ্গন, চুম্বন, প্রভৃতিকে হালাল জানে এবং নৃত্য করিয়া থাকে; ইহা স্পষ্ট কাফেরী।

الحالية فانهم يقولون الرقص و ضرب اليد حلال و يقولون
للشيخ حالة لا يعبر عنه الشرع و هذا بدعة ليس في سنة
رسول الله *

তৃতীয় দল হালিয়া, ইহারা নৃত্য গীত, হাততালী, প্রভৃতিকে হালাল জানে এবং বলে যে, পীরগণের এরূপ অবস্থা আছে যে, শরিয়ত তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। ইহা বেদায়েত মত এবং ছুন্নতের খেলাফ।

و اما الاولیائية فانهم يقولون اذا وصل العبد الى مرتبة
الاولياء فتسقط عنه تكاليف الشرع و يقولون الولى افضل
من النبي لان علم النبي بواسطة جبرائيل و علم الولي بغير

في بسطة و هذا التاويل خطاء و هم هلكوا بذلك الاعتقاد و هذا كفر ايضا *

৪র্থ আওলিয়াইয়া, ইহারা বলে যে, মানুষ যখন অলি পদ প্রাপ্ত হয়, তখন শরিয়তের হুকুম আহকাম হইতে মুক্তি পায় এবং অলীগণ নবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা নবীর এলম জেবরাইল ফেরেশতার মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত আর অলির এলম বিনা মধ্যস্থতায় লাভ হয়। এইরূপ ধারণা নিতান্ত অন্যায় এবং তাহারা তাহাদের এই বিশ্বাসের জন্য কাফের ও বিনষ্ট হইয়াছে।

পাঠক, কোরাণ শরীফে আছে;—

و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين *

"তুমি মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমার প্রতিপালকের এবাদত কর।"

এই আয়তে খোদাতায়ালা মানুষকে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এবাদত করিতে ও শরিয়তের হুকুম আহকাম মানিয়া চলিতে হুকুম করিতেছেন।

আকায়েদের কেতাবে আছে;—

لا يصل العبد الى حيث تسقط عنه الامر و النهي *

অর্থাৎ মানুষ এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না, যাহাতে তাহার উপর হইতে শরিয়তের আদেশ নিষেধ দূরীভূত হয় (অবশ্য যদি কেহ বদ্ধ পাগল হইয়া যায়, তাহার উপর হইতে পারে)। এক্ষণে যদি কোন গোমরাহ দল মা'রেফাত হাছেল করিয়াছি বলিয়া শরিয়তের হুকুম আহকাম পরিত্যাগ করিয়া দেলেদেলে নামাজ পড়িবার দাবী করে, তাহারা খোদাতায়ালা ও বড়পীর সাহেবের কওল অনুসারে কাফের হইল কিনা, বিবেচনা করুন। কোন পীর বা

পয়গম্বরগণ কস্মিন কালেও শরিয়তের হুকুম আহকাম এবং নামাজ রোজা পরিত্যাগ করেন নাই, আর বেদয়াতী দল ঐ সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পয়গম্বর ও পীরগণের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইবলিছের দলভুক্ত কেন হইবে, তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন।

و اما الشمرانية فانهم يقولون الصحبة قديمة و بها يسقط الامر و النهي و يحلون الدف و الطنبورا و باقي الملاهي والحلال بينهم من جهة النساء وهم كفار دمهم مباح *

৫ম শামরানিয়া, ইহারা খোদাতায়ালার সঙ্গলাভকে নিত্য বলিয়া থাকে এবং তজ্জন্য উহাদের উপর হইতে শরিয়তের হুকুম ও নিষেধ রহিত হইয়া যায়; ইহারা দফ, তাম্বুরা প্রভৃতি বাদ্য এবং আমোদ প্রমোদকে হালাল জানে; ইহারা স্ত্রীলোকদিগের সহিত বিবাহ করা প্রয়োজন মনে করে না এবং স্ত্রীলোক সম্বন্ধে হালাল হারাম লক্ষ্য করে না। এই সম্প্রদায়ের লোক কাফের, ইহাদিগের কতল করা মোবাহ।

ভ্রাতৃগণ শুনিলেনত। হজরত বড় পীর সাহেব (র) দফ এবং অন্যান্য বাদ্য হালাল ধারণাকারীকে কাফের বলিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ওহে বেদয়াতীদল। তোমরা দফ হালাল বলিয়া থাক এবং যে দলীল পেশ করিতে দুরাশা কর, তোমাদের সেই দলীল ও দফ হালাল হওয়ার প্রমাণ হজরত বড় পীর (র) সাহেব কি জানিতেন না?

و اما الحبية فانهم يقولون اذا وصل العبد الى درجة المحبة يسقط عنه تكاليف الشرع ولا يسترون عوراتهم *

৬ষ্ঠ হোব্বিয়া, ইহারা বলে যে, মানুষ যখন মহব্বতের দরজায়

উপনীত হয় তখন তাহার উপর হইতে শরিয়তের নিয়ম কানুন রহিত হয় এবং ইহারা শরিয়তের ব্যবস্থা মান্য করে না ও উলঙ্গ অবস্থায় থাকে,

و اما الحورية فانهم كالحالية لكن يدعون و طئ الحور في حالاتهم فاذا افاقوا اغتسلوا فكذبوا بذلك و هلكوا *

৭ম হুরিয়া দল—ইহারা হালিয়া সম্প্রদায়ের অনুরূপ; ইহারা বলে যে, মোরাকাবা মোশাহাদা কালে হুরের সহিত সঙ্গম হইয়া থাকে, যেহেতু চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ইহারা গোছল করে, এই সমস্ত মতের জন্য ইহারা বিনষ্ট হইয়াছে।

و اما الا باحية فانهم يتركون الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و يحلون الحرام و يبيحون النساء *

৮ম এবাহিয়া দল—ইহারা নেক কাজে আদেশ ও অন্যায় কার্য্যে নিষেধ করা পরিত্যাগ করে, ইহারা হারামকে হালাল ও স্ত্রীলোক মাত্রকেই হালাল জানে। (ইহারা কাফের)

و اما مذهب المتكاسلة فيتركون الكسب و يسئالون من الابواب و يدعون بترك الدنيا على ظاهرهم و يدعون بوائقهم هلكوا بذلك *

৯ম মোতাকাছেলা—ইহাদের রীতি এই যে, ইহারা ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া "তারেকোদ্দুনিয়া" ও কষ্ট সহিষ্ণু হইবার দাবী করে এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহারা এই জন্যই ধ্বংস হইয়াছে।

و اما المتجاهلة فيلبسون لباس الفساق *

১০ম মোতাজাহেলা দল—ইহারা ফাছেকদের ন্যায় পোষাক

পরিধান করিয়া থাকে (যেমন গেরুয়া বসন ও ভেকনেওয়া কোট প্যাণ্ট, হ্যাট ইত্যাদি)।

و اما الواقفية فانهم يقولون لايعرف الله غير الله و هم تركوا طلب المعرفة و هلكوا بذلك الجهل *

১১শ ওয়াক্বেফিয়া—ইহারা মা'রেফাতের অন্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া থাকে যে, খোদা ছাড়া কেহই খোদাকে চিনিতে পারে না। এই জাহেলীর জন্য ইহারা নষ্ট হইয়াছে।

و اما الالهامية فانهم يتركون العلم و ينهون عن التدريس و تابعوا الحكماء و يقولون القرآن حجاب و الاشعار قرآن الطريقة و اعتقدوا بذلك و تركوا القرآن و تعلموا الاشعار على اولادهم و تركو الورد و هلكوابه *

১২শ এলহামিয়া দল— এলমে দীন শিক্ষা পরিত্যাগ ও নিষেধ করিয়া বৈজ্ঞানিক মতের আশ্রয় লয় এবং বলে যে, কোরাণ শরীফ খোদা পাইবার পথের অন্তরায় স্বরূপ; গজল ও আশ্‌-য়ারকে ইহারা তরিকতের কোরাণ বলে এবং সন্তানদিগকে উহা শিক্ষা দেয়। ইহারা কোরাণ পাঠ ও অজিফা পরিত্যাগ করিয়া ধ্বংস হইয়াছে।

প্রিয় মুসলমানগণ! তরিকতের মাথার মণি হজরত বড় পীর (র) সাহেবের উক্তি এবং কোরাণ, হাদিছ, ফেকহে, ওছুল, আকায়েদ ও পীরগণের কওল হইতে স্পষ্ট জানা গেল যে, গান, বাদ্য, দফ প্রভৃতি বাজান, নৃত্য, গীত, পীর কিংবা কবর ছেজদা, অতি উচ্চৈঃস্বরে জেক্‌র, লাফালাফি করা প্রভৃতি নাজায়েজ ও হারাম, যে সমস্ত লোকেরা ঐ সমস্ত দলীলের মিথ্যা দোহাই দিয়া উক্ত কার্য্য সমূহকে জায়েজ ও হালাল বলিয়া প্রচার করে,

তাহারা কোন শ্রেণীর জীব, তাহা বিজ্ঞ পাঠক বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

বড়পীর সাহেবের (র) বর্ণিত শামরানিয়া, এবাহিয়া, মোতাকাছেলী, মোতাজাহেলা নামক সম্প্রদায় সমূহের দিকে লক্ষ্য করিলে এ দেশস্থ বেদয়াতী ফকিরদিগের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়; কেননা বেদয়াতীগণ সাধারণতঃ গান, গজল (রাগ-রাগিনী সহ) নৃত্য, বাদ্য, দফ, তাম্বুরা পীর কিংবা কবরকে ছেজদা প্রভৃতি হালাল জানিয়া থাকে, ঐ দলের আবার কেহ কেহ স্ত্রীলোকের ন্যায় পোষাক করিয়া ও লম্বা চুল রাখিয়া কেহ কেহ গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া গানবাদ্য করিয়া গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, কোন কোন দল নুপুর পায়ে দিয়া তালে তালে নাচিতে নাচিতে অর্থহীন শব্দ বা কোন জেকর করিতে থাকে; কেহ বা জেকর কালে নর্ত্তন, কুর্দ্দন, হাতভালি প্রভৃতি করিয়া থাকে। উহাদের আর এক দল পেসাব, পায়খানা, শুক্র, হায়েজ, নেফাছকে পঞ্চামৃত বলিয়া খাইয়া থাকে, ইহাতে নাকি তাহারা মা'রেফাত হাছেল করে; এবং 'যে জননী সেই রমণী' বলিয়া স্ত্রীলোক মাত্রকেই নিজের ভোগ্য বলিয়া জানে; ইচ্ছামত কোন শিষ্যা কিংবা স্বমতাবলম্বী স্ত্রীলোককে স্বীয় সম্ভোগে আনয়ন করে, বিবাহ কিংবা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাহারা হালাল হারাম বিচার করে না, ইহারা নামাজ রোজা প্রভৃতি শরিয়ত সঙ্গত কোন কাজের ধার ধারে না, ইহারা গোফ ছাটে না, নখ কর্ত্তন কিংবা বোগল ও লজ্জা স্থানের পশম কামায় না। সময়ে সময়ে ইহারা কোন স্থানে একত্রিত হইয়া সমস্ত রাত্র গানবাদ্য প্রভৃতিতে নিমগ্ন থাকে, ইহাকে ইহারা 'সাধু সেবা' বলিয়া প্রকাশ করে। আবার কেহ কেহ কোরাণ হাদিস মানে না, কারিয়া ৩০ পারার অধিক বাকি আর দশ পারা

কোরাণ দেলে দেলে আছে তাহা গাছ করিবার দাবী করে এবং ভেদের কথা প্রকাশ করা অন্যায বলিয়া কাহারও নিকট প্রকাশ করে না। বেদয়াতীদের আর এক রীতি যে, তাহারা প্রায়ই বলে, খোদা যাহা করান আমরা তাহাই করি এবং তিনি যখন নামাজ পড়াইবেন, তখন পড়িব ইত্যাদি কুফরী কালাম ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা আবার বলে যে, দেল ঠিক করিয়া পরে নামাজ পড়িব এবং রোজা রাখিয়া খোদার (জান) প্রাণ জালাইয়া কি নেকী হইতে পারে?

প্রিয় পাঠক; কোরাণ শরিফে খোদাতায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

ان احسنتم احسنتم لانفسکم الخ *

অর্থাৎ যদি তুমি নেক কাজ কর, তবে তোমাদেরই ভাল এবং যদি অন্যায় কাজ কর, তবে তোমাদেরই ক্ষতি। আরও কোরাণ শরীফে আছে ঃ—

لیبلوکم ایکم احسن عملا *

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কে অধিক নেক কাজ করিতে পারে, তাহা পরীক্ষার জন্য (খোদা পয়দা করিয়াছেন)। অতএব উক্ত আয়ত ও বহু দলীল হইতে প্রমাণ আছে যে, খোদাতায়ালা মানুষকে নেক কাজ করিতে হুকুম করিয়াছেন এবং তিনি নেক কাজে রাজি থাকেন ও বদ কাজে ঘোর নারাজ; খোদা কখনও কাহাকে পক্ষপাত করিয়া অন্যায় কাজ করান না। অতএব ঐরূপ কথায় খোদাকে মিথ্যুক ও পক্ষপাতী বলা হয়, যেহেতু তাহারা কাফের এবং ঐরূপ আকিদা 'জাবরিয়া' নামক কাফেরদের আছে। যেহেতু এই কথায় বেদয়াতী ফকিরগণ 'জাবরিয়া কাফের হইল। যাহারা বলে যে, খোদা যাহা করান তাহাই করি এবং তাহাই হয়,

অতএব খোদার কাজে আপত্তি করার দরকার নাই। তদ্ভাব, ইহাও বলা যুক্তি সঙ্গত যে, ঐরূপ কথা যিনি যাহার নিকট বলিবেন, তিনি যদি প্রকাণ্ড একগাছা লাঠি বা আর কিছু দ্বারা প্রহার করেন, তবে এরূপ দাবীকারী কিছুতেই আপত্তি করিতে পারিবেন না, কেননা উহাও তাহাদের দাবী অনুসারে খোদা করাইতেছেন। অতএব খোদার কাজে আপত্তি করা যাইতে পারে না। যাহারা বলে দেল ঠিক করিয়া নামাজ পড়িব এবং খোদার প্রাণ (জান) জ্বালাইয়া রোজা রাখিবার দরকার নাই; তাহারাও কাফের। এইরূপ বহু কুফরী ও বাতীল মত প্রকাশ করিয়া থাকে। উহাদিগের কাফের হওয়ার দলীল ইতিপূর্বে শুনিয়াছেন, সেহেতু পুনরায় উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

কোরাণ শরীফে আছে,—

و لاتقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين *

"স্মরণ করার পরে তুমি গোনাহগারদিগের সহিত বসিও না।"

তফসির আহমদি ও বড় পীর সাহেবের গুনিয়াতোত্তালেবিন কেতাবে আছে যে, নছিহত করার পরে যদি বেদয়াতিগণ হেদায়েত প্রাপ্ত না হয়, তবে তাহাদের সহিত উঠাবসা, সালাম করা, বিবাহ-শাদি প্রভৃতি করা ইমানদারগণের পক্ষে নাজায়েজ।

সহিহ্ মোসলেম ২য় খণ্ড ১৬১ পৃষ্ঠায় আছে;—

لعن الله من اوى محدثا *

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেদয়াত প্রচারককে স্থান দিবে, খোদার লা'নত তাহার উপর হইবে।

মেশকাতে আছে;—

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام *

"যে ব্যক্তি বেদয়াতীকে সম্মান করিল সে এসলাম ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিল।"

আরও হদিসে আছে ;—

اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى و اهتزله العرش *

অর্থাৎ যখন কেহ কোন ফাছেকের প্রশংসা করে তখন খোদার গজব নিপতিত হইতে থাকে এবং আরশ প্রকম্পিত হয়।

এবনে মাজার হাদিস আছে ;—

يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين *

"যেমন খামির আটা হইতে চুল বাহির হইয়া যায়, তদ্রূপ বেদয়াতিগণও এসলাম হইতে বাহির হইয়া যায়।"

উপরোক্ত কেতাবে আরও হাদিস আছে যে ;—

ابى الله ان يقبل عمل صاحب بدعة *

"খোদাতায়ালা বেদয়াতী ফকিরের কোন সৎকার্য্য কবুল করিতে এনকার করেন।"

উপরোক্ত দলীল সমূহ হইতে জানা গেল যে, বেদয়াতিগণ এসলামের দুশমন ও খোদাতায়ালা তাহাদিগের উপর গজব নাজেল করেন এবং বেদয়াতী ফকিরকে সম্মান করা কিংবা প্রশংসা করা অথবা তাহাকে স্থান দেওয়া নাজায়েজ; উহাদের সহিত বিবাহ শাদি, খাওয়া-পেওয়া, সমাজ করা এবং তাহাদের উপর জানাজার নামাজ ও তাহাদের পিছনে ও সঙ্গে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। মুসলমানগণ সাবধান থাকিবেন, যেন বেদয়াতিদিগের কূহকে পড়িয়া পরকাল নষ্ট না করেন।

'গোলজারে সামা'র ১২ পৃষ্ঠা হইতে ১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আটটী

এবারত বিহীন হাদিসের অর্থ জাল করিয়া লিখিয়াছে যে, হজরত বলিয়াছেন, 'গান নিন্দাকারী অহাবি'। পাঠক! জানিয়া রাখুন যে, যে হাদিসগুলির কথা উক্ত কেতাবে উদ্ধৃত আছে, তাহার এবারত বা অর্থে কোন স্থানে 'গান নিন্দাকারী অহাবি' কথা কিংবা গান সম্বন্ধে কোন কিছু নাই। গান সম্বন্ধীয় কথা উহাতে লিপিবদ্ধ করা লেখকের চূড়ান্ত জালছাজি।

বেদয়াতী দল এইভাবে কোরাণ হাদিসের অর্থ জাল করিতে এত পটু! হজরত নবী করিম (সঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মিথ্যা কথাকে আমার হাদিস বলিয়া প্রকাশ করে, সে যেন فليتبوأ مقعده من النار * দোজখে তাহার জন্য স্থান ঠিক করিয়া লয়।" কোরাণ হাদিস জালকারী দল, এই হাদিসানুযায়ী কোন্ দোজখ স্থির করিয়াছেন?

১২শ পৃষ্ঠায় লেখকজি লিখিয়াছেন ঃ—'মোনকেরীন ছামা আপনারা ঐ লোক কথার কথায় কালা কালা রাছুল বলেন।' লেখক এই কথায় হাদিস প্রচার ও পাঠকারীকে 'মোনকেরীন ছামা' বলিয়া অহাবি সাব্যস্ত করিয়া কি সর্ববনাশ করিয়াছে, তাহা প্রিয় মুসলমানগণ শ্রবণ করুন।

হজরত নবি করিম (সাঃ) বলিয়াছেন ;—

ماللغو بلغوا عني و لوكان آيتـــه *

"আমা হইতে অন্ততঃ যদি একটী হাদিস ও পার, তাহা প্রচার কর।" তেরমজিতে আছে, হজরত বলিয়াছেন, যে মুসলমান দুনিয়াতে অন্ততঃ পক্ষে ৪০টী হাদিছ প্রচার করিয়াছে, খোদা তাহাকে কেয়ামতে আলেম করিয়া তুলিবেন। এই সমস্ত হাদিসে হজরত তাঁহার হাদিস প্রচার করিতে হুকুম করিতেছেন এবং

তজ্জন্য ছাহাবা, তাবেয়ীন, তাবা-তাবেয়ীন, এমামগণ মোজতাহেদ, মোহাদ্দেছ প্রভৃতি এসলাম বরেণ্য লোক সকল আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া সহস্র সহস্র হাদিস "কালা কালা রছুলুল্লাহ্" বলিয়া প্রচার ও লিপিবদ্ধ করিয়া এসলামকে জীবিত রাখিয়াছেন। ভ্রান্ত লেখক হারামকে হালাল করিবার জন্য জেদের বশীভূত হইয়া উক্ত মহামান্য লোকদিগকে অহাবি বলিতে দ্বিধা বোধ করিবে নাকি? কেননা তাঁহারাও 'কালা কালা রসুলুল্লাহ' বলিতেন এবং গান বাদ্যকে এনকার করিতেন। লেখকের এইরূপ দাবীর জন্য হাদিছ এনকার করায় কাফেরী ফতওয়ার উপযুক্ত কিনা, তাহা বিবেচনা করুন।

উক্ত কেতাবের ১৩ পৃষ্ঠায় লেখক ছাহেব একটী হাদিছের অর্থে লিখিয়াছেন যে, হজরত বলিয়াছেন, 'বড় গোরোর তাবেদারী কর, যে ব্যক্তি বড় গোরো ছাড়িয়া দিবে, সে দোজখে যাইবে, অতএব গান নিন্দাকারীগণ তোমরা বড় গোরোর তাবেদারী না করিয়া দোজখী হইবে, কেননা বড় গোরো গান শুনিয়া থাকে।'

পাঠক, হাদিছটীর এবারত এই ;—

واتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فى النار ❊

ইহাতে 'বড়গোরো গান শুনিয়া থাকে' ইত্যাদি বাতীল ও শয়তানী কথার লেশমাত্র নাই। ঐ সমস্ত কথা হাদিছের অর্থে আনয়ন করা জাল জুয়চুরী ছাড়া আর কি হইতে পারে।

যাহা হ'ক আমরা মীরেট লেখককে জিজ্ঞাসা করি যে, জগদ্বাসী মোসলমানের মধ্যে বড় গোরো কি গান বাজনা শুনিয়া থাকেন? রসুলুল্লাহ (সঃ) হইতে বর্ত্তমান সময়ের বড় বড় আলেম ও পীরগণ একবাক্যে সকলে গান বাদ্যকে হারাম বলিয়াছেন, ছাহাবা (রাঃ) গান বাদ্যের শব্দে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়াছিলেন,

ইহাতে গান বাদ্য এনকারকারী বড় গোরো না হইয়া মুষ্টিমেয় বেদয়াতী দল বা বৈষ্টবগণ গানবাদ্যকে হালাল জানিয়া বড় গোরো হইবে, এ কথা বাতুল ভিন্ন আর কে বিশ্বাস করিতে পারে? লেখক যদি স্বীয় দাবীকে সত্য বলিয়া ধারণা করেন, তবে তিনি তাহার আক্কেল ও কলমের তেজে নবি করিম (সঃ) ছাহাবা; তাবেয়ীন, তাবাতাবেয়ীন, প্রভৃতি আলেম ও পীরগণকে দোজখী বানাইয়া ছাড়িলেন (নাউজো-বিল্লাহে। বিজ্ঞ পাঠক, বড় গোরোর পায়রবী না করিয়া জাহান্নামী কাহারা হইতেছে, তাহা বিবেচনা করুন। লেখকাজ ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন আজমীর শরীফেগান বাজনা হয়, যেহেতু গানবাদ্য হালাল হওয়ার উহা বড় দলীল।

ইতিপূর্ব্বে কেতাব সমুহ হইতে দেখান হইয়াছে যে, চিশ্‌তিয়া তরিকাতেও গান বাজনা হালাল নহে এবং খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (র) সাহেব গান বাদ্যকে হালাল জানিতেন না। অবশ্য তিনি যদি লেখকের ন্যায় কোরান, হাদিছে বেখবর থাকিতেন, তবে না হয় স্বীয় মজলেশকে গান বাজনা দ্বারা পূর্ণ করিয়া থিয়েটার বা কীর্ত্তন পার্টির ন্যায় করিতেন, কিন্তু তিনি অবশ্য বেদয়াতীদের ন্যায় গণ্ডমুর্খ বা খোদার দুশমন ছিলেন না এবং গানবাদ্যকে হালাল জানিতেন না। আজমীর শরীফে হয় এই কথাকে দলীল বলিয়া গ্রহণ করার বিরুদ্ধে খাজা নেজামদ্দিন আওলিয়া চিশ্‌তি (র) সাহেবের সমীয়ের ফতওয়ার সারাংশ ইতিপূর্ব্বে পাঠকগণকে শুনান হইয়াছে। যদিও আজমীর শরিফে খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (র) সাহেবের ওফাতের পর হইতে কতিপয় অজ্ঞলোক কর্ত্তৃক গান বাদ্যের প্রচলন হইয়াছে, কিন্তু তাহা শরিয়তের দলীল হইতে পারে না বা ইহাতে খাজা সাহেবের গান বাদ্য ভালবাসিবার প্রমাণ হইতেও পারে না। যেমন লেখককের দলের ন্যায় কতিপয় বেদয়াতী

জেদের সহিত গান-বাদ্য করিয়া থাকে এবং কোরাণ, হাদিস প্রভৃতি উল্টাইয়া গান-বাদ্যকে হালাল করিবার বৃথা প্রয়াস পাইয়া থাকে, তদ্রূপ সেখানেও একদল লোক দলীল প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া গান-বাদ্য জেদের সহিত করিয়া থাকে। অবশ্য এসলামের রাজত্ব হইলে এ জেদ টিকিত না।

যে সময়ে ফুরফুরা নিবাসী জনাব হজরত পীর সাহেব কেবলা আজমীর শরীফে গমন করেন, গান-বাদ্যের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে ওয়াজ-নছিহত করিয়া বহু লোককে উক্ত বাতীল ও হারাম কাজ হইতে তওবা করাইয়া ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন এবং এখনও উক্ত হজরতের তথাকার মুরিদগণও দেশ বিদেশের ভাল ভাল আলেম ও পীরগণ ঐ সমস্ত নাজায়েজ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাতে শত শত লোক তওবা করিয়া সুপথে আসিতেছেন। যাহা হউক আজমীর শরীফে একদল ডাকাত, পকেটমার, গুণ্ডা প্রভৃতি আছে, তাহারা সাধারণতঃ যাত্রিদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয় এবং চুরি, বাটপাড়ী, মানুষ খুন প্রভৃতি করিয়া থাকে; আজমীর শরীফে যাহা তাহাই যদি লেখকের দলের দলীল হয়, তবে উক্ত কার্য্য সমুহকে এসলামের দলীল বলিয়া গ্রহণ করিবেন কি এবং এখন হইতে চুরি ডাকাতি আরম্ভ করিয়া মা'রেফাত হাছেল করিবেন না কি? ইহা নিশ্চয় যে, বেদয়াতী দল গান-বাদ্য হারামকে হালাল বলিয়া যেরূপ ইমানদারের ইমান খুন এবং দীন ও মা'রেফাতকে চুরি করিয়া এসলাম রাজত্ব নয় বলিয়া দুনিয়ায় রক্ষা পাইতেছে তদ্রূপ মানুষখুন, চুরি, ডাকাতি করিয়া কিছুতেই রক্ষা পাইবে না।

লেখক বলিয়াছেন যে, খাজা সাহেব জীবদ্দশায় গান বাজনা ভালবাসিতেন, তাই তাঁহার আজমীরে গান বাজনা হয়। আচ্ছা

যদি তাহাই হয় তবে ত লেখক ইহাও বলিয়াছেন যে, বড় পীর সাহেব, মোজাদ্দেদে আল্‌ফে সানী ও হজরত রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এবং ছাহাবাগণও গান-বাদ্য ভালবাসিতেন; কিন্তু বড় পীর সাহেবের মাজার বাগদাদ শরীফে গান-বাদ্যের লেশ মাত্রও নাই কেন? তথায় যদি কেহ জেকর করিতে করিতে অতি উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করে, তবে তাহাকে জেকরের মহফেল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়; গান-বাজনা ত দূরের কথা এমন কি বেদয়াতিদের ন্যায় জেকরের হুমকি বা যজবা প্রকাশ করিলেও তথায় রক্ষা নাই। মোজাদ্দেদ সাহেবের মাজার ছেরহেন্দ শরীফেও গান বাদ্য হারাম কার্য্যের অনুষ্ঠান নাই। মদিনা শরীফে হজরত নবী করিম (সঃ) সাহেবের রওজা পাকের নিকট কিম্বা হেরেম শরীফের ভিতর কেহ কখনও কি গান-বাদ্য বা যজবা প্রকাশ, উচ্চৈঃস্বরে জেকর নৃত্য-গীত, লাফালাফি, কবর ছেজদা প্রভৃতি হইতে দেখিয়াছেন অথবা সাহাবা (র) গণের মাজার শরীফের নিকট কোথাও গান-বাদ্য কিংবা ঐ সমস্ত হারাম কাজ করিতে শুনিয়াছেন কি? মোসলমানগণ জানিয়া রাখুন যে, ঐ সমস্ত পাক স্থানে উহা কখনও হয় না; তথায় কেবল কবর জেয়ারতাদি হইয়া থাকে। যদি গান বাজনা ও পীর ছেজদা জায়েজ হইত এবং তাহা হজরতের পেয়ারা হইত, তবে তাহা মক্কা, মদিনা, বাগদাদ প্রভৃতি স্থানের মোসলমানগণ নিশ্চয়ই করিতেন এবং হজরতের সাহাবাগণের রওজায় তাহা সংঘটিত হইত। আবার বলি যদি গান-বাজনা, পীর ছেজদা প্রভৃতি দীনের কাজ হইত এবং তাহার দলীল সহিহ্ কেতাবে থাকিত, তবে তাহা মক্কা, মদিনা, বাগদাদ প্রভৃতি স্থানের জগদ্বিখ্যাত আলেমগণ অবগত হইতেন না, আর বেদয়াতী দলের আখড়া, ছানী তারকেশ্বর স্বরূপ বাদোবাটীর দলের কয়েকটী নগণ্য ও

মূর্খ লোকে অবগত হইল ; এরূপ ধারণা করা অপেক্ষা বাতুলতা আর কি হইতে পারে ? প্রকাশ থাকে যে, বাসোবাটীতে যে সমস্ত ব্যাপার হয়, তাহা তারকেশ্বরের অনুরূপ। লেখকজিকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাহারা ত আজমীরের বেলায় নাচিয়া উঠে, আর মক্কা, মদিনা, বাগদাদ, ছেরহেন্দ প্রভৃতির বেলায় কি করিবেন এবং কি উত্তর দিবেন ? অবশ্য উহার উত্তর ইহাই যে, মক্কা, মদিনা, বাগদাদ 'প্রভৃতি স্থান এসলাম রাজত্বের অধীন, তাই তথায় বে-শরা কাজ হইতে পারে নাই ; আর আজমীর শরীফ এসলামের আমলদারি নয় বলিয়া তথাকার কতিপয় লোকে খেলাফ শরা কাজ করিয়াও রক্ষা পাইতেছে।

বিরুদ্ধবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, গান-বাজনা যদি নাজায়েজ হয় এবং যখন তাহা খাজা সাহেবের (র) আজমীর শরীফে হইতেছে, তখন তিনি কেন উহা নিষেধ করেন না এবং যেস্থানে হারাম ও খেলাফ শরা' কাজ হয়, তথায় রহমত কেন নাজেল হয়, অর্থাৎ আজমীরে খেলাফ শরা' কাজ হওয়া সত্বেও কেন সেখানে রহমত নাজেল হইতেছে, যেহেতু বহু বহু লোকের আশা পূর্ণ হইতেছে। ইহার উত্তর এই যে, যে সময় হজরত নবী করিম (সঃ) এর রওজা পাকের নিকট (মসজিদে নবুবীতে) এজিদ ঘোড়ার আস্তাবল করিয়া ঘোড়া বাঁধিয়াছিল, তখন হজরত নবী করিম (সঃ) তাহা করিতে নিষেধ করেন নাই কেন ? ইহাতে কি বেদয়াতী দল বলিবেন যে, হজরতঃ (সঃ) তাঁহার রওজা পাকের ও মসজেদের ঘোর অবমাননায় রাজী ছিলেন ; (নাউজোবিল্লাহ) এবং হজরতের রওজা পাকের নিকট উহা হইয়াছিল বলিয়া কি বেদয়াতী দল অদ্য হইতে হজরতের (সঃ) রওজায় ঘোড়া বাঁধিয়া ও ঘোড়ার আস্তাবল বানাইয়া এজিদের দল ভুক্ত হইবেন ?

যেরূপ হজরত (সাঃ) তখন নিষেধ করেন নাই, তদ্রূপ খাজা সাহেবও (র) নিষেধ করেন নাই। কেননা কেহ এন্তেকালের পর হইতে নসিহত করিবার জন্য মা'মুর (আদিষ্ট) নহেন।

দ্বিতীয় কথার জওয়াব এই যে, খোদা তায়ালা যখন পানি বরিষণ করেন, তখন কি তাঁহার নেক্‌কার ও বদকার বান্দা পৃথক করিয়া থাকেন? যদি তাহা করিতেন, তবে কেবল মাত্র ইমান-দারগণেই পানি পাইতেন এবং মোশরেক, কাফের ও বেদয়াতী কিছুতেই পানি কিম্বা খোদার অন্য নেয়ামত সমুহ পাইতেন না; কিন্তু খোদা তায়ালা যেরূপ তাঁহার পানি বরিষণ সময়েও নেককার ও বদকার পৃথক করেন না, তদ্রূপ অলিউল্লার মাজারে অনবরত খোদার রহমত নাজেল হইতেছে এবং তথায় মোশরেক ও বেদয়াতী এবং ইমানদারগণ সকলেই সেই রহমত প্রাপ্ত হইয়া খোদা কর্ত্তৃক সুফল পাইতেছেন। যদি ইহাতে গান-বাজনাকারীদের উপর রাজী হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে খোদার নাফরমান বান্দাগণ শেরেক কুফর গান-বাদ্য করা সত্বেও পানি ও নেয়ামত প্রাপ্ত হওয়ায় কি খোদাতায়ালা তাহাদের ঐ হারাম কার্য্যে রাজী থাকেন? কখনই খোদা রাজী নহেন বরং তাহাদের জন্য দোজখ ঠিক আছে।

প্রিয় পাঠক, 'গোলজারে সামা' লেখক তাহার কেতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় তদীয় জনৈক পীর ভাইএর কথায় লিখিয়াছে যে, 'জামা বদল করিয়াছেন'। ইহাতে এবং তাহার পূর্ব্বাপর কথায় বেশ জানা যায় যে, সেই লোকটী মারা গিয়াছে। যাহা হউক লেখক সাহেব মৃত্যুকে 'জামা বদল' বলিয়াছে, ইহা ঠিক যেন হিন্দুদের 'দেহান্তর ঘটা' হইয়াছে। কেননা হিন্দুগণ মৃত্যুকে আদবের সহিত বলিলে, প্রায়ই দেহান্তর ঘটা বলিয়া থাকে। যেহেতু তাহাদের বিশ্বাস, আত্মা এই দেহ হইতে অন্য দেহে যাইয়া প্রবেশ করিবে ও

পুনরায় জগতে আসিয়া সংসার করিবে। এইরূপে তাহারা বারবার জন্ম স্বীকার করিয়া জন্মান্তরবাদী হইয়াছেন। লেখকজিও ঠিক তদ্রূপ রুহকে জামা-বদল করাইয়া অন্য জামা অর্থাৎ শরীরে প্রবেশ করাইবার দাবী করিলেন কিনা তাহা 'জামা বদল' শব্দে বেশ বুঝা যাইতেছে। সুক্ষ্মতত্বজ্ঞ পাঠক, বিচার করুন যে, ঐরূপ দাবী ও আকিদার জন্য উহারা হিন্দুর ন্যায় জন্মান্তর বাদী হইয়া এসলাম হইতে খারিজ হইল কিনা? উক্ত কেতাব খানির আগাগোড়া এইরূপ বাতীল দাবী এবং হারামের পূতি গন্ধে পূর্ণ; উহার দাবীর অসারতা প্রভৃতি এই কেতাবে পাঠকগণকে দেখান হইয়াছে। আশা করি, প্রত্যেক পাঠকই তাহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

এক্ষণে পাঠকগণের খেদমতে পীর মুরিদী সম্বন্ধে কয়েকটি অবশ্য জ্ঞাতব্য মসলা উপঢৌকন দেওয়া যাইতেছে।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ্ দেহলবী (র) কোরাণ হাদিস হইতে দলীল সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন,—

فاعلم ان البيعة سنة *

অর্থাৎ মুরিদ হওয়া সুন্নত।

الاجماع انها ليست بواجبة

অর্থাৎ ইহার প্রতি এজমা হইয়াছে যে, মুরিদ হওয়া ওয়াজেব নহে।

উক্ত ইমানদারগণের জন্য মুরিদ হওয়া সুন্নত; যেহেতু প্রত্যেক মোসলমান স্ত্রী কিংবা পুরুষের উচিত যে, তাহারা কামেল পীরের নিকট মুরিদ হয়। কওলোল জমিলের ২৫ পৃষ্ঠায় আছে যে, যদি পীরের কোন কার্য্য শরিয়তের খেলাফ হয় অর্থাৎ তাহাতে শরিয়ত সঙ্গত দোষ থাকে কিংবা পীর এত দূরস্থিত হন যে, তথায়

যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব হয় অথবা পীর এন্তেকাল করিয়া থাকেন। এই তিনটী কারণে এক পীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য পীর গ্রহণ করিতে পারা যায়; বিনা কারণে পীর পরিত্যাগ করা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। স্ত্রীলোকদিগকে মুরিদ করিতে হইলে তাহাদের হাত ধরিয়া মুরিদ করিতে নাই; যথা;—বোখারী শরিফে হাদিছ আছে যে,—

و ما مست يد رسول الله صلعم يد امرأة الخ *

অর্থাৎ হজরত নবী করিমের (সঃ) হস্ত কোন বেগানা স্ত্রীলোকের হাত স্পর্শ করে নাই; তিনি স্ত্রীলোকদিগকে মুরিদ করিবার সময় মুখে একরার লইতেন, হাতে হাত দিতেন না।

আরও উক্ত কেতাবে হাদিছ আছে যে;—

و الله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبا يعهن الا بقوله قد با يعتك على ذلك *

অর্থাৎ আল্লার কছম করিয়া বলিতেছি যে, নিশ্চয় হজরতের হাত কোন (বেগানা) স্ত্রীলোকের হাত স্পর্শ করে নাই; তিনি তাহাদিগকে মুরিদ করিবার সময় এই কথা বলিতেন যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাকে এই শর্ত্তের উপর মুরিদ করিলাম।'

কওলোল জমিলের ২৯ পৃষ্ঠায় আছে,—

ان يأخذ الشيخ طرف ثوب الخ *

অর্থাৎ মুরিদ মোর্শেদের কাপড়ের এক প্রান্ত ধরিবে। উপরোক্ত দলীল সমুহ দ্বারা স্পষ্ট জানা গেল যে, পুরুষলোক পীরের হাত বা কাপড় ধরিয়া মুরিদ হইতে পারে। স্ত্রীলোক পর্দ্দার ভিতর থাকিয়া পীরের কাপড় ধরিয়া মুরিদ হইবে; পীরের হাতে হাত

দেওয়া জায়েজ নহে। যেহেতু 'গায়ের মোহার্‌রাম' পুরুষকে স্পর্শ করা বা বেপর্দ্দা দেখা দেওয়া হারাম। যদি কোন পীর স্ত্রী-লোকের হাতে হাত দিয়া মুরিদ করে বা তাহাদের দ্বারা নাজায়েজ খেদমত সমূহ করায়, হাত পা টেপায় বা ঐরূপ কিছু করে এবং হারামকে হালাল জানে তবে সেই পীরকে শয়তান পীর বলিয়া জানিতে হয় এবং তাহার নিকট মুরিদ হওয়া, তাহার পিছনে নামাজ পড়া, তাহাকে পীর বলিয়া আদব করা নাজায়েজ। মোসলমানগণ ঐ সমস্ত ভণ্ডপীর হইতে সাবধান থাকিবেন।

কোরাণ শরীফে আছে ঃ—

فاسئلوا اهل الذكر الخ *

"যে জানে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

ছহিহ্ মোছলেম শরীফে হাদিছ আছে যে,—

ان هذالعلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم *

অর্থাৎ নিশ্চয় এই এলমদীন হইতেছে; তোমারা যাহার নিকট হইতে দীন গ্রহণ করিবে, তাহার অবস্থা ভাল করিয়া পরিদর্শন কর।

কোরাণ হাদিছ হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, যাহার নিকট হইতে মসলা মাসায়েল শিক্ষা করিতে বা মুরিদ হইতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে অবগত হওয়া একান্ত দরকার, অর্থাৎ তিনি যেন উপযুক্ত হন।

এমাম মালেক (রঃ) বলিয়াছেন,—

من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف
فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق *

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দীনের এলম শিক্ষা করতঃ ফকিহ্ না হইয়া

তাছাওয়াফ শিক্ষা করিল, সে ব্যক্তি (সে ব্যক্তি আকায়েদ ঠিক রাখিতে না পারিয়া) জিন্দিক (কাফের) হইল এবং যে ব্যক্তি ফকির হইয়াও তাছাওয়াফ শিক্ষা করিল না, সে ব্যক্তি (সম্পূর্ণরূপে খোদার হুকুম আমল না করিবার জন্য) ফাছেকী করিল এবং যে ব্যক্তি উভয় করিল সেই খাঁটী কাজ করিল।

زاهد بی علم خانهٔ بی در   عالم بی عمل درخت بی بر

"এলম বিহীন ফকির দ্বারহীন গৃহতুল্য ও বেআমল আলেম ফলহীন বৃক্ষতুল্য।" অর্থাৎ দ্বারহীন গৃহে প্রবেশ করা যেরূপ অসাধ্য তদ্রূপ এলম ব্যতীত ফকিরী হাছেলও অসম্ভব এবং দ্বারহীন গৃহ হইতে দস্যুগণ যেমনে সহজে ধন রত্ন লুণ্ঠন করিতে পারে তদ্রূপ বে-এলম (দ্বারহীন) ফকির হইতেও শয়তান অনায়াসে ইমান রত্ন লুণ্ঠন করিতে পারে। যদ্রূপ ফলহীন বৃক্ষ কোন কাজের নয়, তদ্রূপ বে-আমল আলেম কোন উপকারের নয়।

পাঠক, ইহাতে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি তাছাওয়াফ শিক্ষক বা শিক্ষার্থী হইবেন, তাহাকে উপযুক্ত হইতে হইবে। যিনি তাছাওয়াফ শিক্ষা করিতে চাহেন, তিনি কামেল পীরের নিকট মুরিদ হইবেন এবং সমস্ত শেরেক, কুফর, ছগিরা, কবিরা গোনাহ হইতে তওবা করিয়া নিজকে খাঁটি করিয়া লইবেন। ইমান কিসে থাকে এবং কিসে নষ্ট হয়, কি কি কার্য্যে শেরেক কুফর হয় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় 'আকায়েদ' সম্বন্ধে অবশ্য অবশ্য জ্ঞানবান হইবেন এবং পাক, নাপাক, হালাল, হারাম, ফরজ ওয়াজেব, সুন্নত প্রভৃতি বিষয়গুলি অবগত হইবেন; রিয়া, দ্বেষ, হিংসা কিনা, বোগজ, অহঙ্কার, মিথ্যা প্রভৃতি অসৎ কাজ হইতে তওবা করিয়া সৎপথের পথিক হইয়া কামেল পীরের নিকট হইতে 'তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করিবেন, তবে প্রকৃত তাছাওয়াফ লাভ ভাগ্যে ঘটিবে; নতুবা

শয়তানী মতাবলম্বী হইয়া জাহান্নামী হইতে হইবে।

হজরত বড় পীর (র) সাহেব ফতুহোল গায়েবে লিখিয়াছেন ঃ—

الحقيقة لايشهد عليها الشرع فهي زندقة *

'যে হকিকত শরিয়ত সাক্ষ্য না দেয়, তাহা কাফেরী হইবে।

আরও তিনি লিখিয়াছেন ;—

من لم يكن الشرع رفيقه في جميع احواله فهو هالك مع الهالكين *

যে মা'রেফাত পন্থী ফকিরের সহিত প্রত্যেক অবস্থায় শরিয়ত সঙ্গী না থাকে, সে ফকির জাহান্নামীদের সহিত জাহান্নামে যাইবে।

হজরত জোনায়েদ (র) বলিয়াছেন ;—

ان طريقتنا هذه مشيدة بالكتاب و السنة *

"নিশ্চয় আমাদের (মোসলমানদের) তরিকত কোরাণ হাদিছ দ্বারা সুদৃঢ় কৃত।

তিনি আরও বলিয়াছেন ;—

كل طريقة ردته الشريعة فهي زندقة *

যে তরিকতকে শরিয়ত খণ্ডন করে, সেই তরিকত কাফেরী।

তাহতাবিতে আছে ,—

ليست الحقيقة خارجة عن الشريعة الخ *

অর্থাৎ হকিকত শরিয়ত হইতে ও শরিয়ত হকিকত্ হইতে পৃথক নহে, যে এরূপ দাবী করে যে, হকিকত ও শরিয়ত পৃথক বস্তু, তাহার কাফের হইবার গুরুতর আশঙ্কা। অতএব শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মা'রেফাত কেহ কাহারও হইতে বিচ্ছিন্ন নহে এবং

পরস্পর ভিন্ন নহে, তবে শরিয়ত সকলের মূল ; শরিয়ত পরিত্যাগ করিলে নিস্তার নাই।

পীর ছরিছফ্তি (র) বলিয়াছেন, তাছাওয়াফ তিনটী বিষয়কে বলা হয়। ১ম যেন তাছাওয়াফ পন্থীর (সুফীর) মা'রেফাতের ও পরহেজগারীর নূর নির্ব্বাপিত না হয়। ২য়—খোদাতায়ালার হুকুমের বিপরীত করিতে কোন কারামত উৎসাহিত না করে। ৩য় কোরাণ হাদিসের খেলাফ কোন মতকে তাছাওয়াফের মধ্যে আনয়ন করা না হয়। শরিয়তের খেলাফ চলিবার জন্য যে কারামত দেখা যায়, উহা শয়তানের ভেল্কী (এস্তেদ্‌রায); উহার উপর বিশ্বাস করিতে নাই। সুলতানোল আরেফিনকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, অমুক ব্যক্তি বাতাসের উপর উড়িয়া থাকে, অমুক পানির উপর চলিয়া থাকে, অমুক এক রাত্রে মক্কায় যাইয়া থাকে, তাহাতে তিনি বলিলেন যে, শয়তান মলউন হওয়ার পরেও এক নিমিষে পৃথিবীর এদিক হইতে ওদিক যাইয়া থাকে ও মক্ষীকারাও বাতাসে উড়িতে পারে এবং মাছগুলিও ঐরূপ পানির উপর চলিতে পারে।

পীর আবু এজিদ (রঃ) বলিয়াছেন, যদি তোমরা কাহাকে শরিয়তের হুকুম আহ্‌কাম পালন না করিতে দেখিয়াও বাতাসের উপর উড়িতে দেখ, তবু তাহাকে বিশ্বাস করিও না, তাহার ঐ সমস্ত অলৌকিক কাজকে শয়তানের ভেল্কী (এস্তেদ্‌রায) বলিয়া জানিবে, এবং যতক্ষণ তাহাকে শরিয়তের সমস্ত কাজ করিতে না দেখ, ততক্ষণ তাহা কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া অলিআল্লাহ বলিয়া বিশ্বাস করিও না।

পীর জন্নুন মিসরি (রঃ) বলিয়াছেন, রীতিনীতি, কার্য্যকলাপ, আদেশ, নিষেধ সমস্ত বিষয়ে হজরত নবী করিমের (সঃ) সুন্নতের পয়রবী করাই খোদাতায়ালার মহব্বতের এবং অলিআল্লার চিহ্ন।

কোরাণ শরীফে আছে ;—

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله *

"বল (হে নবী) যদি তোমরা খোদাকে মহব্বত করিতে চাও, তবে আমার (রসুলের) তাবেদারী কর, খোদা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।"

انکس که شد مطابع رائی تو قد نجا
انکــه خلاف امر تو ورزید قد هلـک

অর্থাৎ হে নবী, যে ব্যক্তি আপনার মতানুযায়ী চলিবে, সেই নাজাত পাইবে এবং যে আপনার হুকুমের খেলাফ চলিবে, সে ধ্বংস হইবে। অতএব যিনি যত বড় পীর বা দরবেশ হইবার দাবী করুন না কেন এবং বাতাসের ও পানির উপর চলিতে থাকুক না কেন কিংবা যত রকমের অলৌকিক কার্য্য করিতে পারে করুক না কেন, যতক্ষণ সুন্নতের তাবেদারী তাহার মধ্যে না পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ কিছুতেই তাহাকে অলি বা দরবেশ বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

এদেশে একদল বেদয়াতী ফকিরকে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা নামাজ, রোজা প্রভৃতি শরিয়তের অবশ্য অবশ্য করণীয় কার্য্যগুলি পরিত্যাগ করিয়া কম্বল, চিমটাধারী হইয়া, গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, গাঁজা খাইয়া, এবং নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য সাধারণের নিকট দেখাইয়া পয়সা উপার্জ্জন এবং শিষ্য সংগঠন করিয়া বেড়ায় ইহাদের কেহ কেহ ফুক ও টোটকা প্রভৃতি দিয়া রোগ চিকিৎসা করিয়া থাকে। আর একদল আছে, তাহারা এক স্থানকে 'থান' নামে পরিচয় দিয়া সেখানে আখড়া জমাইয়া লয়, ইহাদের মধ্যে যাহারা পুরুষ তাহারা পীর বা পীরের থান নামে নিজকে অভিহিত করে এবং ঐরূপ স্ত্রীগণ পীরেণী নাম ধারণ করে। ইহাদের নিকট লোক উপস্থিত হইলে নাকি অন্তরের কথা বলিয়া দেয়। পাঠক,

উহা তাহাদের যাদু কিংবা শয়তানের ভেল্কী ছাড়া আর কিছুই নহে এবং প্রত্যেক মুসলমানকে ঐ সমস্ত থান বা পীর পীরেণীর নিকট গমন করা, মান্নত করা, পানি পড়া প্রভৃতি লওয়া হারাম ও শেরেকী। আশরাফোল মখলুকাত হজরত নবী করিম (সঃ), সাহাবাগণ এবং কামেল পীর বোজর্গ সকলেই আজীবন কোরাণ হাদিসের পয়রবী করিয়া শরিয়তের সীমার মধ্যে থাকিয়া খোদাতায়ালার কোরবিয়েত (নৈকট্য) হাছেল করিয়াছেন এবং যাহারা খোদার অলি হইয়াছেন, তাহারা কেহ কখনও সুন্নতের খেলাফ চলেন নাই এবং শরিয়তের অনুসরণ ব্যতীত কামালিয়েত লাভ করিতে পারেন নাই, আর কয়েকটী বেদয়াতী লোক কোরাণ হাদিস পরিত্যাগ করিয়া হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম জানিয়া, শরিয়ত, নামাজ, রোজা, প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া গান বাদ্য, কাওয়ালী, সুদের মাল, মুরিদ স্ত্রীলোক দ্বারা খেদমত লওয়া প্রভৃতি হারাম ও কুফরী কার্য্য করিয়া কামেল পীর সাজিয়া বসিল। কিন্তু এসলামের দলীল সমুহ বজ্র নিনাদে ঘোষণা করিতেছে যে, উহারা কামেল পীর নয়, উহারা শয়তানের চেলা এবং মানুষরূপী শয়তান, যে উহাদের দলভুক্ত হইবে সে শয়তানের অনুসরণ করিয়া জাহান্নামী হইবে। বেদয়াতীদের আর এক দাবী যে, তাহারা বলে আমরা চুপে চুপে (মনে মনে) নামাজ পড়ি, কেননা জাহেরা পাঠ করিলে ও লোকে দেখিলে রিয়াকারী হইবে। পাঠক, ইহার সহিহ মসলা এই যে, কোন ফরজ এবাদত লোকের সম্মুখে করা কোন রিয়া হয় না বরং ফরজ নামাজ লোকের সহিত জামায়াতে পাঠ করা খুব নেকীর কাজ এবং নফল এবাদত সমুহ লোকের সম্মুখে করায় কোন দোষ নাই। যদি রিয়ার নিয়ত হয়, তবে দোষনীয় হইবে।

الحذر اى اهل ايمان الحذر اعاذنا الله من مكائدهم

সাবধান, সাবধান, হে ইমানদারগণ (উহাদের ফেরেব হইতে)

সাবধান, খোদা আমাদিগকে (মুসলমানকে) উহাদের ধোকা হইতে রক্ষা করুন।

এইবার আমরা প্রকৃত পীরের সম্বন্ধে আরও কয়েকটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিব।

কোরাণ শরীফে আছে;—

فلا تطع المكذبين *

"অনন্তর মিথ্যাবাদীর (ফাছেকের) তাবেদারী করিও না।"

কোরাণ শরীফে আরও আছে;—

و كونوا مع الصادقين *

"এবং সত্যবাদীগণের (নেক কারের) সহিত থাক।"

আলমগিরীতে আছে;—

الاقتداء لايصح الا بذي علم و كامل *

অর্থাৎ একতেদা (তাবেদারী) করা আলেম ও কামেল লোক ছাড়া কিছুতেই ছহিহ্ হইবে না।

যেমন মাওলানা বলিয়াছেন;—

پیش مرد کامل پامال شو *

অর্থাৎ কামেল লোকের কদমের নীচে আশ্রয় গ্রহণ কর। অতএব কামেল পীরের শর্ত্ত ইতিপূর্ব্বেও শুনিয়াছেন এবং এক্ষণে আরও কিছু শ্রবণ করুন, যথা,—

কওলোল জমিল ১৬ পৃষ্ঠা, এরশাদোত্তালেবীন ২৬৩ পৃষ্ঠা ফতওয়ায়ে আজিজিয়ার ২।১০২ পৃষ্ঠায় আছে;

فشرط من يا خذ البيعة امور *

যাহার নিকট মুরিদ হইতে হইবে তাহার কয়েকটী কাজ শর্ত্ত স্বরূপ থাকা চাই;

احدها علم الكتاب و السنة الــخ *

প্রথমটী এই যে, কোরাণ, হাদিস, ফেকহে প্রভৃতি অবগত হওয়া এবং ঐ সমস্ত বুঝিবার জন্য যথেষ্ট এলম থাকা চাই। বে-এলম ব্যক্তি পীর হইতে পারে না, যেমন ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন এবং শেখ ছা'দী (রঃ) বলিয়াছেন ;—

که بی علم نتوان خدا را شناخت *

অর্থাৎ বেএলম ফকীর খোদাকে চিনিতে পারে না।

و الثاني العدالة و التقوى الــخ *

দ্বিতীয় শর্ত্ত, ন্যায় পরায়ণ, পরহেজগার মোত্তাকী হওয়া চাই; ফাছেক ফাজের না হয়, হারাম মাল ভক্ষণকারী না হয়।

و الثالث ان يكون زاهدا في الدنيا و راغبا في الاخرة الــخ *

তৃতীয় শর্ত্ত এই যে, তিনি দুনিয়ার মোহে অন্ধ না হন বরং পর কালের চেষ্টায় ও চিন্তায় সদা সর্ব্বদা আকৃষ্ট থাকেন।

و الرابع ان يكون امرا بالمعروف و ناهيا عن المنكر الــخ *

চতুর্থ শর্ত্ত তিনি শরিয়তের হুকুম মত কার্য্য করিতে ও নিষেধ অনুযায়ী কাজ না করিতে হুকুম করেন; কোন লোককে শরিয়তে খেলাফ কিছু করিতে দেখিলে, তিনি স্বাধীনভাবে তাহার প্রতিবাদ করিলে এবং কোনরূপ গোনাহ কার্য্যের প্রশ্রয় দাতা হইবে না।

একদল পীর নামধারী লোক দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা মুরিদের তালিকা খাতায় রাখিয়া মুরিদ বাড়ী ভ্রমণ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে ইহারা কাহাকেও বিশেষতঃ মুরিদদিগকে

শরিয়ত সম্বন্ধে কোন হুকুম ও নিষেধ করায় না বা সেজন্য কোনরূপ ডাকির করে না ইহারা আদৌ পীর হইবার যোগ্য নহে।

والخامس ان يكون صحب المشائخ الخ

পঞ্চম শর্ত্ত; তিনি কোন কামেল পীরের খেদমতে থাকিয়া তাহার নিকট হইতে মা'রফাত শিক্ষা করেন এবং খেলাফত প্রাপ্ত হন। অতএব মুসলমানগণ পীর সম্বন্ধীয় শর্ত্ত সমূহ লক্ষ্য রাখিয়া মুরিদ হইবেন; যেন সুধা ভ্রমে বিষ ভক্ষণ করিবেন না।

জনাব হজরত পীর বাশার হাফি (রঃ) বলিয়াছেন, একদা আমি স্বপ্নে হজরত নবি করিম (সাঃ) কে দেখিয়াছিলাম, তিনি, আমাকে বলিলেন 'হে বাশার তুমি কি জান যে, কি জন্য খোদা তোমাকে এত উচ্চপদ দান করিয়াছেন?' আমি বলিলাম না? তাহাতে আবার হজরত বলিলেন "তুমি আমার সুন্নতের তা'বেদারী করিয়া থাক, ইমানদারগণের খেদমত এবং ইসলামের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া থাক এবং আমার আহলে-বয়েতের ও সাহাবাগণের তা'জিম করিয়া থাক এইজন্য তুমি অলিগণের মধ্যে এত উচ্চপদ লাভ করিয়াছ।

একদল পীর নামধারী লোকদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা নিজকে ঘরের কোনে লুকায়িত রাখে অর্থাৎ সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট ২।১ দিন মাত্র কিছু সময়ের জন্য বাহির হইয়া আবার পর্দ্দানিশীন হইয়া থাকে ইহারা এবং ইহাদের চেলাগণ ঐ কার্য্যের জন্য তাহাকে বড় জবরদস্ত পীর বলিয়া আস্ফালন করে। কিন্তু মুসলমানগণ জানিয়া রাখুন যে কোরাণ শরীফে আছে;—

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر *

"তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত তোমাদিগকে এই জন্য পয়দা করা হইয়াছে

যে, মানুষকে সৎকাজ করিতে ও গোনাহ করিতে নিষেধ করিবে।

তেরমজি শরীফে হাদিস আছে যে,—

ان من اشر الناس عند الله الخ

অর্থাৎ কেয়ামতে খোদার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ লোক তাহারা যাহারা এলম লাভ করিয়াছে কিন্তু তদ্দ্বারা সাধারণের উপকার করে নাই।

আরও হাদিসে আছে;—

আলেম ও পীরগণের মুখ হইতে সৎ কথা বাহির হওয়া তাহার জিনত ও সৌন্দর্য্য আর সৎকথায় চুপ থাকা তাহার বুরায়ি (কার্য্য) উপরোক্ত হাদিস এবং পূর্ব্ব বর্ণিত দলীল সমূহ হইতে জানা যায় যে, পীর বা আলেমগণ যদি নিজকে ডুমুর ফুল বা তদ্রূপ লুকায়িত রাখে এবং সাধ্য থাকা স্বত্বেও খামুশি (নিরবতা) অবলম্বনা করেন, তবে তিনি কিছুতেই ন্যায় কাজ করেনা না, কেননা হজরত নবী করিম (সঃ) ও যত পয়গম্বর; এবং আওলিয়া (রঃ) গণ সকলেই আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া দেশ বিদেশে ভ্রমন করতঃ এসলাম জারী করিয়া গিয়াছেন তাহারা ওয়াজ নছিহত সাধ্য থাকা স্বত্বে কখনও উহা হইতে বিরক্ত হন নাই। কাফেরদিগের অজস্র অত্যাচার সহ্য করিয়া তাহারা দীন ও এসলাম প্রচার ও লোককে শরিয়ত, তরিকত, হকিকত মা'রেফত শিক্ষা দিয়াছেন। যদি চুপ করিয়া পর্দ্দানশীন হওয়ার নাম ফকিরী হইত তবে তাহারাও উহা করিতেন। অতএব উপরোক্ত বেদয়াতী পীরগণ সুন্নতের খেলাফ করিয়া হিন্দু মোহন্ত বা সন্ন্যাসীদের তরিকা ধরিয়াছে। মোসলমানগণ উহা হইতে সাবধান থাকিবেন ইহা দ্বারা বেশ জানা গেল যে, যে সমস্ত উপযুক্ত পীরগণ সাধ্য থাকা স্বত্বেও কেবল মাত্র পীর মুরিদ লইয়া থাকেন এবং ওয়াজ নছিহত প্রভৃতি এসলাম হিত কার্য্য না করেন তাহারাও ঘোর অন্যায়

করিতেছেন।

• উওরোক্ত যাবতীয় দলীল ও শর্ত্ত সমুহের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বর্ত্তমান সময়ে ফুরফুরা শরীফ নিবাসী কোদ-ওয়াতোচ্ছালেকীন, জোবদাতোল আরেফীন, শায়খোল মিল্লাতে অদ্দিন, কাতোবোল আকতাব, জাদিয়ে জমান, আরেফে ররবানী, মোহইয়েছুন্নত, পীরে মা'রুফ জনাব হজরত মাওলানা শাহ সুফী হাজীয়েল হারামায়েনে শরিফায়েন আবদুল্লাহ্ আলমা'রুফ মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দীকী দামা ফায়জুহু ও জাদাল্লাহো শারফাহু সাহেবই সমধিক উপযুক্ত পীর. কেননা তিনি উপরোক্ত শর্ত্ত সমুহে সম্পূর্ণরূপে শর্ত্তবান এবং তিনি কখনও কোন বেশরা কাজ করেন না বা ঐরূপ কার্য্যের প্রশ্রয় দেন না, তিনি আজীবন দীন এসলামের প্রচার ও উন্নতি কল্পে সর্ব্বতোভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন; তাঁহার নিকট হইতে শরিয়ত, তরিকত, হকিকত, মা'রেফাতের এলম সমুহ শিক্ষা করিয়া শত শত লোক কামেল্ অলিআল্লাহ হইয়া যাইতেছেন। এসলাম জগতের বিভিন্ন স্থানে সহস্র সহস্র লোক তাহার উপদেশে খাঁটি ভাবে শরিয়তের পয়রবি করিয়া এসলামের সুসন্তনে হইতেছেন। তিনি মক্কা, মদিনা, ছেরহেন্দ, আজমীর, দিল্লী, বঙ্গ প্রভৃতি স্থানের বহু সহস্র গণ্য মান্য ও বিখ্যাত বিখ্যাত আলেমের এবং লক্ষ লক্ষ মোসলমান নর নারীর মাননীয় পীর। তিনি শেরেকী কুফরী প্রভৃতি এসলাম ক্ষতি কারক কার্য্যের মুলোৎপাটনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; তিনি মোসলমানগণ কর্ত্তৃক 'আমিরুশ শরিয়ত বাঙ্গলা' স্থিরীকৃত হইয়াছেন; তাঁহার খাদেমগণের মধ্যে বহু মৌলবী মাওলানাগণ কাগজে, কলমে, মুখে দীন এসলামের উন্নতির জন্য অহোরাত্র চেষ্টা করিতেছেন। যিনি ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতির আকর স্বরূপ তিনি যে, মোসলমানগণের একান্ত হিতাকাঙ্খী ও মাননীয় পীর, একথা

মোনাফেক ভিন্ন কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। উক্ত হজরত পীর সাহেব লোকদিগকে নক্‌শবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, চিশতিয়া, কাদেরিয়াও মোহাম্মদীয়া আলিয়া তরিকা সমুহে মুরিদ করিয়া থাকেন এবং তরিকত শিক্ষার্থীকে উক্ত তরিকা সমুহে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দান করিয়া থাকেন; তাঁহার শিক্ষায় গান, বাদ্য, নাচ, তামাসা, লাফালাফি, অতি উচ্চৈঃস্বরে জেকর, পীর কিংবা গোর ছেজদা, হাত ধরিয়া স্ত্রীলোককে মুরিদ করা প্রভৃতি বেশরা কাজের নাম গন্ধ নাই। অধিকন্তু উক্ত হজরত পীর সাহেব কেবলা আমিরুল মোমেনিন হজরত আবুবকর সিদ্দীক (রঃ) সাহেবের বংশধর। দয়াময় খোদাতায়ালা উক্ত পীর সাহেব এবং তাঁহার আওলাদগণকে দীর্ঘজীবি করিয়া এসলামের কল্যাণ সাধন করুন। খোদাতায়ালার নিকট অসংখ্য শোকর আদায় করিতেছি যে, তিনি দয়া করিয়া এ দীনাতিদীন খাকছারকে উক্ত হজরতের একজন নগণ্য খাদেমের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। উক্ত ফুরফুরা শরীফে বহু অলি ও শহিদের মাজার সমূহ বিদ্যমান আছে, ফলতঃ ফুরফুরা ইমানদারগণের একটী জিয়ারত গাহ, তথায় প্রতি বৎসর ফাল্গুণ মাসের ২১।২২।২৩ তারিখে 'মহফেলে ওয়াজ দরজেমনে ইছাল ছওয়াবের' এক বিরাট মহফেল হইয়া থাকে। বঙ্গের প্রত্যেক জেলা ও মহকুমা এবং দিল্লী, আজমীর, কোন কোন বৎসর মক্কা মদিনা শরিফায়েন হইতে উক্ত তারিখের ১০।১২ দিন পূর্ব্ব হইতে মোসলমানগণ সমবেত হইতে থাকেন। বহু সংখ্যক ইমানদারস্ত্রেন গণ উপস্থিত হইয়া থাকেন। সেই সময়ে সহস্র সহস্র লোকের মিলিত জামাতে নামাজ আদায়, তেলাওতে কোরাণ, ওজিফা, মোরাকাবা ও দুই তিনটী মহফেলে দিবারাত্রি ব্যাপী প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আলেম ও ওয়ায়েজগণের সুমধুর-ওয়াজ এবং সমবেত লোকদিগের খাদ্যের সুব্যবস্থা দর্শনে একান্ত পাষাণ হৃদয় লোকেরও অন্তর ভক্তিরসে আপ্লুত না হইয়া থাকিতে পারে না।

ছহিহ বোখারী ও মোসলেমে আছে ;—

ما من قوم يذكرون الله الا حفتهم الملئكة الخ *

অর্থাৎ যখন কোন স্থানে মোসলমানেরা জেকেরের মহফেল করেন, তখন খোদাতায়ালার রহমতের ফেরেশতাগণ উক্ত দলের উপর খোদার রহমত ও শান্তি নাজেল করিতে থাকেন এবং দলে দলে ফেরেতাগণ উক্ত মহফেলে সমবেত হইয়া থাকেন।

তেরমজি শরিফে আছে ;—

اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل يا رسول الله و ما رياض الجنة قال حلق الذكر *

অর্থাৎ যখন তোমরা বেহেশ্তের বাগিচায় প্রবেশ করিবে, তখন ফল ভক্ষণ করিবে। সকলে বলিলেন, হে খোদার রসুল, দুনিয়াতে বেহেশ্তের বাগিচা কি ? হজরত (সঃ) বলিলেন যে, জেকেরের মহফেলকে তোমরা দুনিয়াতে বেহেশ্তের বাগিচা জানিবে। হজরতের এইরূপ বহু হাদিছ হইতে জানা যায় যে, ওয়াজ নছিহত ও জেকেরের মহফেলে (যেখানে খেলাফ শরা কিছু হয় না) খোদার ফেরেশতাগণ সমবেত হন ও রহমত বরিষণ করেন, এবং তাহা বেহেশতের বাগিচা নামে অভিহিত। অতএব ফুরফুরা শরীফের মহফেলেও নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ সমবেত হন এবং তাহা "পারায়ে জান্নাত" অর্থাৎ বেহেশতের বাগিচা। দীনদার মোছলমানগণ, এই বেহেশতের বাগানের অবস্থা স্বচক্ষে না দেখিলে বর্ণনায় বুঝান সুকঠিন।

তথায় জনাব হজরত পীর সাহেবের অবর্ণনীয় পরিশ্রম, সতর্কতা, বিচক্ষণতা, সহিষ্ণুতা এবং সমবেত লোকদিগের সহিত মধুর আলাপ ও তাহাদের অভাব অভিযোগ শ্রবণ এবং প্রেমময়

নূরানী চেহারা মোবারক প্রভৃতি দর্শনে হিংসুক ও মোনাফেক ছাড়া প্রত্যেকের হৃদয়ে আপন হইতে এই কথা জাগিয়া উঠে যে, খোদাতায়ালা এই মহান ব্যক্তিকে এ যুগে বাস্তবিক নায়েবে নবী ও অলি উল্লাহ এবং প্রকৃত পীর করিয়া পাঠাইয়াছেন।

মেশকাত শরীফে হাদিছ আছে ;—

خيار عباد الله الذين اذا رأوا ذكر الله *

অর্থাৎ খোদাতায়ালার বান্দাগণের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম, যাঁহার দর্শন লাভে লোকের হৃদয়ে খোদাতায়ালার খেয়াল জাগরিত হয়।

میں نشانی انکا تمکو دوں بتا

دیکھنے سے جسکو یاد آوے خدا

অর্থাৎ আমি তোমাকে কামেল পীরের নেশানী বলিয়া দিতেছি যে, যাহাকে দেখিলে খোদার স্মরণ অন্তরে জাগরিত হয়। অতএব মোসলমানগণ অন্ততঃ পক্ষে এই চিহ্ন দ্বারা চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয়ের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া প্রকৃত পীর গ্রহণ করুন। যে পীরকে দেখিলে খোদার স্মরণের পরিবর্ত্তে গেরুয়া বসন পরিহিত বৈষ্ণবীর কথা মনে পড়ে, যাহাকে দেখিলে খোপা বাঁধা কিংবা এলোকেশী স্ত্রীলোকের কথা মনে পড়ে, যাহাকে দেখিলে হিন্দুর দেবদেবীর সম্মুখে গড় হওয়ার অর্থাৎ ছেজদা করার কথা অন্তরে আইসে, যাহাকে দেখিলে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর কৃষ্ণ প্রেমের লীলাতুল্য গানবাদ্য ও নৃত্যের কথা মনে পড়ে কিংবা যাহাকে দেখিলে পর স্ত্রী দ্বারা হাত পা টিপিবার ছলে কত কি মনে পড়ে অথবা যাহার দর্শনে টাকা উপায়ের ব্যবসার কথা স্মরণ পথে উদিত হয়, সে কখনও

প্রকৃত পীর নহে বরং প্রকৃত পীর সেই ব্যক্তি, যাঁহাকে দেখিলে ও যাঁহার কথা এবং কাজে খোদা রসুলের কথা চিত্তপটে প্রকটিত হয়।

প্রিয় পাঠকগণ; ছহিহ এবং অকাট্য দলীল সমুহ হইতে এই কেতাবে স্পষ্ট ভাবে জানিতে পারিয়াছেন যে, বেদয়াতী ফকির গণ যাহারা হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম জানে এবং যাহারা শরিয়ত, তরিকত, মা'রেফতের খেলাফকে সত্য জানে, তাহাদের সহিত ইমানদার মোসলমানের কটুম্বিতা করা, বিবাহ শাদী দেওয়া, সমাজ করা, তাহাদের পিছনে ও সঙ্গে নামাজ পড়া, এবং তাহাদের উপর জানাজা নামাজ পড়া নাজায়েজ। অতএব প্রত্যেক মুসলমান ঐ সমস্ত বেদয়াতী দল হইতে সাবধান থাকুন এবং 'গোলজারে সামা' লেখকের বাসোবাটীর বেদয়াতী দলকে চিনিয়া রাখুন, যেন তাহারা পীরের মুখোশ পরিধান করিয়া কোন মুসলমানের দীন ইমানের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে না পারে। যেরূপ কোন স্থানে একটী রাসভ সিংহ চর্ম্ম পরিধান করিয়া ক্ষেত্র হইতে ধান্য খাইয়া ক্ষেত্রস্বামীর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল।

তফসিরে আজিজিতে আছে;—যাহার ইমান ঠিক হইয়াছে ও তওহিদ বিশুদ্ধ হইয়াছে, সে ব্যক্তি বেদয়াতিদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে না, তাহাদের নিকট বসিবে না, তাহাদের সহিত পানাহার করিবে না, তাহাদের সহিত বিরুদ্ধভাব পোষণ করিবেন। যে ব্যক্তি বেদয়াতিদের সহিত নম্রতা ও আদব প্রকাশ করিবে, এবং তাহাদের সহিত ভালবাসা করিবে খোদা তাহার ইমানের নূর কাড়িয়া লইবেন।

কোরাণ শরিফে আছে;—

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع

غیر سبیل المومنین نوله ما تولی و نصله جهنم وساءت مصیرا *

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হেদায়েত প্রাপ্ত হইবার পরেও খোদা রসুলের হুকুমের খেলাফ করে, খোদাতায়ালা তাহাকে তাহার বাঞ্ছনীয় পথে চালিত করিয়া জাহান্নামে পৌঁছাইয়া দেন এবং তাহার প্রত্যাবর্ত্তন স্থান অতি কদর্য্য।

অতএব পাঠকগণ! এই পুস্তক পাঠ করিয়া বেদয়াতিদের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হওয়া স্বত্বেও বেদয়াতিদের পথে চলিতে থাকিলে, খোদার হুকুমানুযায়ী জাহান্নামী হইতে হইবে।

কোরাণ শরীফে আছে ;—

و من یعص الله و رسوله و یعتد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین *

যে ব্যক্তি খোদা রসুলের হুকুমের খেলাফ চলিল ও তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিল, খোদা তাহাকে চিরকালের জন্য দোজখের ভয়ঙ্কর আজাবে গেরেফতার রাখিবেন।

অতএব মুসলমানগণ! কেহ খোদা রসুলের নির্দ্দিষ্ট সীমা (শরিয়ত) অতিক্রম করিবেন না ও সমস্ত গোনাহ্ হইতে তওবা করিয়া খাঁটি মুসলমান হউন এবং 'গোলজারে সাগা' লেখকের দল অর্থাৎ বাসোবাটীর কিংবা যেখানে যত 'বেদয়াতী ফকিরের দল আছে, তাহারা তওবা করিয়া ঠিকভাবে শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মা'রেফত আমল না করা পর্য্যন্ত কোন মুসলমান কখনও তাহাদের সঙ্গে মিশিবেন না।

প্রকাশ থাকে যে, যাহারা দীন এস্লামের ফাতয়া হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম জানে কিংবা কোন মসলা প্রভৃতিকে এনকার করে, কাফের হইবে ও তাহাদের স্ত্রীর সহিত নেকাহ্

ভঙ্গ হইয়া যায় এবং তাহাদের পিছনে নামাজ পড়া দোরস্ত নয়। কাফের মোশরেকগণ যদি বিনা তওবায় মরিয়া যায়, তবে তাহাদের জানাজা,ও তাহাদের জন্য সওয়াব রেসানী করা কিংবা মুসলমানের ন্যায় দফন কাফন করা হারাম। এক্ষেত্রে বেদয়াতী ফকির যাহারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল কিংবা শরিয়তের মছলাকে এনকার করে তাহাদেরও ঐ ব্যবস্থা হইবে। অতএব তাহাদের উচিত যে, তওবা করিয়া নাজায়েজ কাজ সমূহ হইতে ফিরিয়া আইসে এবং স্বীয় স্ত্রীর সহিত নেকাহ্ দোহারাইয়া লয়।

প্রত্যেকেই মনে রাখিবেন যে, এক দিন মরিতে হইবে, আবার খোদার নিকট সমস্ত বিষয়ের হিসাব নিকাশ হেতু কেয়ামতে উঠিতে হইবে।

السلام علي من اتبع الهدى *

সমাপ্ত।

IMPERIAL LIBRARY

তদবির।

[illegible] মুসলমান ভ্রাতাগণের উপকারার্থে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টী লিপিবদ্ধ করা হইল, যথা ;—

প্রত্যেক রকমের বাণমারা, যাদু টোনা, জ্বেন দৈত্য ও সর্প বিচ্ছু প্রভৃতি হিংস্র জন্তু এবং শত্রুর আক্রমন অধিকন্তু সর্ব্ববিধ বালা মছিবত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিম্নলিখিত আয়ত ও দোয়া সমূহকে প্রত্যহ ফজরের ও মগরেবের নামাজ অন্তে পড়িয়া নিজ শরীরে ফুক দিবে। খোদার ফজলে এই তদবির দ্বারা বহু মোছলমান ব্যক্তি আশাতীত উপকৃত হইয়াছেন। তদবিরটী এই ;—

সমস্ত সুরা কাফেরুন (কোলইয়া আইওহাল কাফেরুন) একবার সমস্ত সুরা এখ্‌লাছ (কোল্‌হোআল্লাহোআহাদ্‌) তিনবার; সমস্ত সুরা ফালাক্ (কোল্‌ আউজো বে রাব্বিল ফালাক্) তিনবার; সমস্ত সুরা নাছ (কোল্‌ আউজো বে রাব্বিন্নাছ্‌) তিনবার; এবং "আউজো বে কালেমাতিল্লাহিত্তাম্মাতে মিন্ শার্‌রে মা খালাকা"

اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق *

একবার এবং "বিছমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদোররো মাআ এছ্‌মিহি শাইউন্ ফিল্‌ আরদে অলাফিছ্‌ছামায়ে অহুয়াছ-ছামিওল্‌ আলিম"

بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء فى الارض ولا فى
السماء وهو السميع العليم *

একবার এবং "লাহাওলা-অলা কু'অতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিইয়েল আজিম"

لا حول ولا قوة الا بالله العلیی العظیم *

একবার এই সমস্ত পড়িয়া ফুক দিতে হয়।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত তদবির সর্ব্ববিধ রোগের জন্যও ব্যবহার করা যাইতে পারে। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ইহা পাঠ করিয়া শয়ন করিলে কুস্বপ্ন প্রভৃতি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।